বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ, ভৈরব
এর
১৬তম সাহিত্য সংকলন

অনির্বাণ

সম্পাদক
সানজিদা রহমান সিদ্দিকা

সম্পাদনা পরিষদ
তানভীর আহমেদ আবীর
জিয়াউর রহমান আভি
তানভীর আহমেদ
সাঈদ ইমতিয়াজ জিসান
শফিকুল ইসলাম সাজু
নাদিম জামান
রাসফিকুজ্জামান প্রকাশ
শহিদ মিয়া
নাসার মাহমুদ জাহিন
আহনাফ তাহমিদ দীপ্র
আনিক ভূইয়া
শিমুল সরকার
আতিকুর রহমান
উমর ফারুক

কার্যালয়ের ঠিকানা:
পৌর নিউ মার্কেট (৩য় তলা)
ভৈরব বাজার।
ফোন: ০২-৯৪৭১৫৫৪

প্রকাশকাল
১০ জুলাই ২০২২ খ্রি.

নামকরণ
তানভীর আহমেদ আবীর

পরিকল্পনা ও প্রচ্ছদ
জেহিন আহমেদ মিস্র

গ্রাফিক্স
মোঃ শফিকুল ইসলাম
ক্রিস্টাল কম্পিউটার্স, ভৈরব

মুদ্রণ : উজ্জ্বলতা অফসেট প্রেস

USAB1982

উৎসর্গ...

বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ, ভৈরব এর সম্মানিত সদস্য
এবং ঢাকা কলেজের মেধাবী শিক্ষার্থী

এহ্‌সানুল ইসলাম রেজভী

মর্মান্তক সড়ক দূর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেছেন
তাহার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনায়

মৃত্যুঃ ৬ মার্চ, ২০২২ খ্রি.

মানচিত্রে ভৈরব উপজেলা

ত্রি-সেতুর মিলনস্থল

পানাউল্লাহচরের বধ্যভূমি

ড্রোন দিয়ে তুলা দুর্জয় ভৈরব গোলচত্বর

ভৈরব-কুলিয়ারচর সংযোগ সেতু (রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমান সেতু)

এক নজরে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের ভিতর ও বাহির

সম্পাদকীয়

শিক্ষার্থীরা যদি একটি সমাজের জন্য চারাগাছ স্বরূপ হয়, তবে সেই চারাগাছের লালন পালনের অন্যতম উর্বর মাটি হল শিক্ষাঙ্গণ এবং চারাগাছের পরিনত জীবন অতিবাহিত হয় বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেই হিসেবে একটি দেশের সবচাইতে উর্বর চারাগাছ অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে গড়ে উঠা ভৈরবের সর্বপ্রাচীন সংগঠন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ, ভৈরব। ঐতিহ্যবাহী এই সংগঠনটি ভৈরব বাজারের বটতলার একটি ছোট্ট অফিস থেকে যাত্রা শুরু করে হাটি হাটি পা পা করে আজ ৪ দশকে পা রেখেছে। এই বছর আমরা ৪০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন করেছি। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের শুরুতেই সংসদের সদস্যপদ লাভ এবং কার্যকরি পরিষদ সদস্য হিসেবে স্বরব অংশগ্রহণ ছিল। ২০২১-২২ কার্যকরি পরিষদ নির্বাচনে সাহিত্য সম্পাদক পদে পাশে থাকার জন্য সকল সম্মানিত সদস্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। ২০২১-২২ কার্যকরি পরিষদের উদ্যোগে বিভিন্ন অনুষ্ঠান যেমন- বিজয় মেলা, মেধা সম্মাননা, আন্তঃক্রীড়া প্রতিযোগিতা, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল অনুষ্ঠানে সম্মানিত সদস্য, কার্যকরি পরিষদ ও সাধারণ সদস্যদের যে মেলবন্ধন গড়ে উঠেছে তারই বহিঃপ্রকাশ আমাদের বার্ষিক স্মরণিকা 'অনির্বাণ'।

উক্ত স্মরণিকা প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই। বিশেষ করে সম্পাদনা পরিষদ যারা লেখা পাঠিয়ে স্মরণিকাকে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন এবং যারা বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে আমাদের পাশে ছিলেন তাদের প্রতি অনিঃশ্বেষ কৃতজ্ঞতা। পরিশেষে-

মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক
আমি তোমাদেরই লোক
আর কিছু নয়, এই হোক শেষ পরিচয়।

সানজিদা রহমান সিদ্দিকা
সম্পাদক
অনির্বাণ

বাণী

মেধা ও তারুণ্যের সমন্বয়ে এগিয়ে যায় একটি সোনালী প্রজন্ম, সূচিত হয় একটি দেশের ভবিষ্যৎ অগ্রযাত্রা। বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ, ভৈরব সেই মেধাবী তারুণ্যের মিলনমেলা। যেখানে তারুণ্যের সাথে সন্ধি ঘটে জ্ঞানের, মেধার সাথে সমন্বয় ঘটে প্রজ্ঞার, ভালবাসার সাথে যুথবদ্ধ হয় মানবিকতা, চিন্তার যোগসূত্রে আলোড়িত হয় সৃজনশীলতা। মানবিক মূল্যবোধ, উদারতা, সহমর্মিতা, সহনশীলতা এই সংগঠনের হৃদয় নিঃসৃত জলধারা ও প্রাণ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠের প্রতিধ্বনি।

ভৈরবের মত একটি সম্ভাবনাময়ী জনপদে সামাজিক কর্মকাণ্ডে তরুণদের মিলিত প্রয়াস আমাকে উদ্বেলিত করে। আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির স্পর্শে শিক্ষা, সমাজসেবা ও জনকল্যাণে বি.ছা.স, ভৈরব পাড়ি দেবে বহুদূর এমনটাই প্রত্যাশা সকলের।

সর্বোপরি, আশা রাখি এই সংগঠনের হাত ধরে ভৈরবের শিল্প, সাহিত্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতি শানিত হবে, জ্ঞান ও যুক্তিবোধের আলোকে বিকশিত হবে মেঘনা বিধৌত মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি।

Nazmul Hasan

(নাজমুল হাসান পাপন)
সাংসদ, কিশোরগঞ্জ-৬,
(ভৈরব-কুলিয়ারচর)

MESSAGE

বাণী

বৃহত্তম মেঘনা নদীর তীরে গড়ে উঠা বন্দর নগরী ভৈরবের বৃহত্তম ছাত্র সংগঠন "বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ, ভৈরব (বি.ছা.স)। ঐতিহ্যবাহী এ ছাত্র সংগঠন তাদের চিন্তা, মেধা ও মননের মাধ্যমে ভৈরব উপজেলার শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং সামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রেখে যাচ্ছে যা সত্যিই প্রশংসার দাবিদার। এ ছাত্র সংগঠনটি সফলতার সাথে ৩৮ বছর অতিক্রম করেছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত এবং সেই সাথে তাদের এই স্মরণিকা প্রকাশকে আমি স্বাগত জানাই। দল মত নির্বিশেষে ভৈরবের এই ছাত্র সংগঠন শুধু ভৈরবেই নয় বরং তাদের গুণাবলী দিয়ে পৌঁছে যাবে বাংলাদেশের সকল প্রান্তে।

এই সংগঠনের সকল শিক্ষার্থীরা মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করে মেধা, শ্রম, দক্ষতা, দেশপ্রেম, মানবিক মূল্যবোধ ও সৃজনশীলতা দিয়ে দেশ ও জাতির কল্যাণে কাজ করবে এটাই আমার প্রত্যাশা।

পরিশেষে, আমি এই সংগঠনের সাথে জড়িত সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

(ড. মোঃ আখতারুজ্জামান)
উপাচার্য
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

MESSAGE

বাণী

যেখানে তারুণ্যের সাথে সন্ধি ঘটে জ্ঞানের, মেধার সাথে সমন্বয় ঘটে প্রজ্ঞার, ভালবাসার সাথে যূথবদ্ধ হয় মানবিকতা, চিন্তার যোগসূত্রে আলোড়িত হয় সৃজনশীলতা। মানবিক মূল্যবোধ, উদারতা, সহমর্মিতা, সহনশীলতা এই সংগঠনের হৃদয় নিঃসৃত জলধারা ও প্রাণ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠের প্রতিধ্বনি। ১৯৮২ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে এই সংগঠনটি ভৈরবের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষার উন্নয়নে ভূমিকা রেখে আসছে।

সর্বোপরি, আশা রাখি এই সংগঠনের হাত ধরে ভৈরবের শিল্প, সাহিত্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতি শানিত হবে, জ্ঞান ও যুক্তিবোধের আলোকে বিকশিত হবে মেঘনা বিধৌত মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি।

(আলহাজ্ব মো. সায়দুল্লাহ মিয়া)
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ, ভৈরব।

MESSAGE

বাণী

মেঘনা ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গম স্থল বন্দরনগরী ভৈরবের বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া একঝাঁক তরুণের মিলনমেলা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ, ভৈরব। ১৯৮২ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে এই সংগঠনটি ভৈরবের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষার উন্নয়নে ভূমিকা রেখে আসছে।

ভৈরব পৌরসভার মেয়র হিসেবে আমি এই সংগঠনকে যথাসাধ্য সহযোগিতা করার চেষ্টা করে যাচ্ছি। তাছাড়াও আমি উক্ত সংগঠনের সাবেক সভাপতি ছিলাম। সেক্ষেত্রে সংগঠনটির প্রতি আমার আলাদা দায়িত্ব ও ভালবাসা রয়েছে।

দেশ প্রেমের ব্রত নিয়ে দুর্বার তারুণ্য নির্ভর বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ, ভৈরবের আগামী দিনের পথ চলা শুভ হউক, সুন্দর হউক এ কামনাই করি সব সময়।

(আলহাজ্ব মো. ইফতেখার হোসে বেনু)
মেয়র
ভৈরব পৌরসভা।

MESSAGE

এক নজরে প্রিয় বিছাস

যে নামে ডাকা হয় তারে ঃ

বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া ভৈরব উপজেলার শিক্ষার্থীদের মোহনা হিসেবে খ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ, ভৈরব (University Student's Association, Bhairab) সংগঠনটি সংক্ষেপে বাংলায় বিছাস এবং ইংরেজীতে USAB বলে পরিচিত।

শুরুর কথা ঃ

পহেলা জানুয়ারী ১৯৮২ সালে যাত্রা শুরু করা সংগঠনটির আনুষ্ঠানিক আত্মপ্রকাশ হয়েছিল ভৈরব পৌরসভা প্রাঙ্গণে। একই সালের ১৮ জানুয়ারীতে সংগঠনটি গঠনকল্পে প্রথম সভা হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টি.এস.সি'র সবুজ চত্বরে ১৯৮১ সালের ১০ নভেম্বর।

পতাকা ঃ

সবুজ রঙের জমিনের উপর সাদা রঙের আয়তকার চতুর্ভূজের ভিতর মশাল, মশালের উপর লাল রঙের শিখা। মশালের নীচ থেকে ৯০ ডিগ্রী কোণে লেখা রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ, ভৈরব। ৫ঃ৩ দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের এই অনুপাতে তৈরী পতাকাটি যেন আধারের ভেতর একদল আলোর জোনাকির প্রতিচ্ছবি হিসেবেই অস্তিত্বশীল।

লক্ষ্য তার চূড়ায় নয় চূড়ান্তে.....

অরাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান বি.ছা.স দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের মাঝে একতা, পারস্পরিক সমঝোতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ স্থাপন সহ ভৈরবের শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ক্রীড়া ও সৃজনশীল কর্মকান্ডের অনুশীলন প্রসার ও উন্নয়নে সচেষ্ট।

বাতিঘর ঃ

মেঘনার উর্বর অববাহিকা থেকে মাত্র একশো গজ দূরত্বে অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ, ভৈরব এর বর্তমান কার্যালয় ভৈরব পৌর নিউ মার্কেটের তৃতীয় তলায় অবস্থিত। শুরুতে এর কার্যালয় ছিল বটতলা রোডের সরু তে'তলা দালানের দু'তলায়। পরবর্তীতে চক বাজারের আজিজ ভবন এবং আজিজ ভবন থেকে পৌর নিউ মার্কেটের দ্বিতীয় তলায় কার্যালয় স্থানান্তরের পর সর্বশেষে বর্তমান সুদৃশ্য ও সুরম্য ভবনটি তারুণ্যের আধার বিছাস এর কার্যালয় হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায় একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে। জ্ঞানের নানা শাখায় মূল্যবান ও দুলর্ভ পুস্তিকা সম্বলিত সমৃদ্ধ একটি পাঠাগার এং শিল্পী নুরুল হকের আঁকা ইতিহাস কথা কয় ছবিটি কার্যালয়টির অভ্যন্তরীন সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে অনেকখানি।

সদস্য কথন ঃ

সাধারণ সদস্য ও সম্মানিত সদস্য এই দুই ক্যাটাগরিতে বিভাজিত বিছাস এর বর্তমানের সদস্য সংখ্যা প্রায় দুই সহস্রাধিক। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা সাধারণ সদস্য এবং শিক্ষা জীবন শেষ করে সাধারণ সদস্যরাই পরবর্তীতে সম্মানিত সদস্য হিসেবে বিবেচিত হন।

বৃক্ষ তার নাম কি ফলে পরিচয় ঃ

ভৈরব উপজেলার ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা, গুণীজন সংবর্ধনা, বাঙালী সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ পহেলা বৈশাখে বৈশাখী উৎসব এর আয়োজন, বিভিন্ন জাতীয় দিবস পালন, বিভিন্ন প্রাকৃতিক দূর্যোগে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো, বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা, স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি সহায়ক সেমিনার, মাদক ও যৌতুক বিরোধী আন্দোলন, খেলাধুলার আয়োজন, নবীন বরণ ও ভাবীবরণ, বনভোজনের আয়োজন ও সাহিত্য প্রকাশনা সহ নানাবিধ কর্মসূচিতে সাজানো কর্মবীর বি.ছা.সের প্রতিটি বছর। বস্তুত সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি ও মানবতা বোধে উদ্দীপ্ত সৃজনশীল নান্দনিকতায় অবিশ্রাম কর্মধারার মধ্য দিয়ে বিছাস নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে একটি স্বাতন্ত্রীক 'পিদিম' হিসেবেই।

সাহিত্য কর্ম ঃ

আগামী সূর্যের গান (১৯৯২), পিদিম (২০০২), নীলোৎপল (২০০৪), এবঙ (২০০৫), স্বপ্নীল (২০০৬), দূরবীন (২০০৮), তারুণ্য (২০০৯), অরিন্দম (২০১১), অঙ্গন (২০১২), অঙ্কুর (২০১৩), অনিরুদ্ধ (২০১৪), শাশ্বত লহরী (২০১৬), আলোকবর্তিকা (২০১৭), মহীরুহ (২০১৮) এবং অপ্রতিরোধ্য প্রভৃতি সাহিত্য প্রকাশনা ছাড়াও প্রতি বৎসর বার্ষিক প্রতিবেদন এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালন উপলক্ষে ক্রোড়পত্র বা দেয়ালিকা প্রকাশনা সাহিত্য নির্ভর মেধা লালনে আগ্রহী বিছাসের পরিচয়ই বহন করে।

শেষ কথা ঃ

মেঘনার টলমল জলে অবগাহন করা সুপরিনত অজস্র মেধাবী সত্তার মিলিত রূপ বি.ছা.স সত্য ও সুন্দরের বিমূর্তায়নে সৃজনশীল ও মননশীল কর্মে সংযুক্ত রেখে কল্যাণের সারথী হয়ে টিকে থাকুক অনন্তকাল। সেই প্রত্যাশায় জয়তু বিছাস।

সভ্য সংস্কৃতির জনপদ আমাদের প্রিয় ভৈরবকে জাতীয় পর্যায়ে তুলে ধরার অভিপ্রায় থেকেই এই সামান্য আয়োজন

এক নজরে প্রিয় ভৈরব

ভৈরব নামটি হয় দেওয়ান ভৈরব রায়ের নামে। বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার অধীনে ১৯০৬ সালে ১৫ জুন ভৈরব থানা ঘোষিত হয়। ১৯৮৩ সালে ১৫ এপ্রিল মানউন্নত থানায় রূপান্তর করা হয়।

আয়তন : ১২১.৭৩ বর্গ কি: মি:। উপজেলার দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব দিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আশুগঞ্জ উপজেলা, পূর্ব ও উত্তরপূর্ব দিকে সরাইল উপজেলা, উত্তরে বাজিতপুর, পশ্চিমে কুলিয়ারচর ও নরসিংদী জেলার বেলাব উপজেলা এবং পশ্চিম দক্ষিণ কোণে নরসিংদীর রায়পুরা উপজেলা। ভৈরবকে মেঘনা-ব্রহ্মপুত্র বিধৌত অঞ্চল বলা হয়।

পৌরসভা সৃষ্টি ১৯৫৮ সালে। এর আয়তন ১৫.৩১ বর্গ কি: মি: জনসংখ্যা ২,৯৮,৩০৯ জন, পুরুষ : ১,৪৬,৯২৯ জন, মহিলা ১,৫১,৩৮০ জন। জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কি: মি: এ ২১৪১ জন। শিক্ষার হার : ৪২.৭০%। ইউনিয়ন ৭টি, ১২টি ওয়ার্ড, ২৪টি মহল্লা, পৌরসভা ১টি, মৌজা ৩২টি, গ্রাম ৮৪টি।

প্রধান নদী : মেঘনা ও পুরাতন ব্রহ্মপুত্র।

ঐতিহাসিক ঘটনা : ১৯৭১ সালে ১৪ এপ্রিল ভৈরবের হালগড়া নামক স্থানে পাক বাহিনী একদিনে তিন শতাধিক নারী পুরুষকে হত্যা করে। ৬ষ্ঠ জর্জ রেল সেতুটি যুদ্ধের সময় পাক হানাদাররা বিধ্বস্ত করে। মুক্তিযুদ্ধে গেজেটভুক্ত ৪৪০ জন সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে ১১ জন শহীদ হয়েছেন।

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন : ৪০ ফুট উঁচু দুর্জয় ভৈরব নামে একটি মুক্তিযুদ্ধের স্মারক ভাস্কর্য রয়েছে।

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান : মসজিদ ৩২৫টি, মাজার ৪০টি, মন্দির ১৫টি।

গোষ্ঠীর প্রধান পেশা : কৃষি ৩৩.৫৮%, ব্যবসা ২২.৮৩%, চাকুরি ১৫.০৫%, পরিবহন ৫.৮০%, মৎস্য ২.৮৩%, হকার ২.৩৯%।

ভূমি ব্যবস্থার চাষ যোগ্য জমি : ৯৫৯০.৮৬ হেক্টর। পতিত জমি ৫৮ হেক্টর, এক ফসলি জমি ৫৮.৫৪%।

কৃষক : প্রান্তিক চাষী ৩০.৩৭%, ক্ষুদ্র চাষী ৫১.২৭%, মধ্যম চাষী ৫.১৯%, বড় চাষী ১.০১%।

প্রধান ফলাদি : আম, জাম, পেয়ারা, পেঁপে।

যোগাযোগ : পাকা রাস্তা ২৪০.৫৩ কিলোমিটার, কাঁচা রাস্তা ১১২.৭৮ কিলোমিটার, রেলপথ ১২.২৭ কিলোমিটার, নৌপথ ১৬ নটিক্যাল।

বিলুপ্ত সনাতন বাহন : পালকি, পালতোলা নৌকা।

শিল্প সম্পদ : জুট মিল-১টি, তারকাটা মিল-২টি, কুটির শিল্প, তাঁত ও জুতার কারখানা-৯০০০ (প্রায়), কাসার-৪০, কুমার-৭, স্বর্ণকার-১৫৩, বাংলাদেশের ২য় বৃহত্তম মৎস্য আড়ৎ।

প্রধান রপ্তানি দ্রব্য : মাছ, কয়েল, কয়লা, লোহা, বিড়ি, জুতা, বিস্কুট, গামছা, সাবান, সেমাই ও বাঁশ বিভিন্ন কৃষিপণ্য।

স্বাস্থ্যকেন্দ্র : উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র- ৫টি, উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র- ২টি, কমিউনিটি ক্লিনিক- ৭টি, রেলওয়ে হাসপাতাল- ১টি, বেসরকারি ক্লিনিক- ৯টি।

জনসংখ্যা : মুসলমান ৯৫.১৮%, হিন্দু ৪.৭১%, খ্রীষ্টান ০.০২%, বৌদ্ধ ০.০১%, অন্যান্য ০.০৮%।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান : কলেজ- ৯টি (১টি সরকারি কলেজ), বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়-১টি, হাইস্কুল- ১৬টি, মাদ্রাসা- ৮টি, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়- ৫৮টি, বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়- ১৯টি, কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র- ১টি, শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র- ১টি, সমাজকল্যাণ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র- ২টি, কিন্ডারগার্ডেন- ৬০টি।

সুখ্যাত প্রতিষ্ঠান : জগন্নাথপুর পুরাতন প্রাথমিক বিদ্যালয়, ভৈরব কে.বি. পাইলট হাই স্কুল, হাজী আসমত কলেজ।

বিখ্যাত সেতু : বাংলাদেশের তৃতীয় বৃহত্তম সড়কসেতু মেঘনা নদীর উপর বাংলাদেশ-যুক্তরাজ্য মৈত্রী সেতু, যার দৈর্ঘ্য ১.২ কিলোমিটার। ১৯৩৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় শহীদ হাবিলদার আব্দুল হালিম রেলসেতু ও পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের সেতু।

হাটবাজার- ৩৮টি, স্টেডিয়াম- ১টি, পুলিশ স্টেশন- ৫টি, থানা পুলিশ, জিআরপি, নৌ শহর, হাইওয়ে পুলিশ স্টেশন।

পাঠাগার- ১৭টি, ডাকবাংলা- ৬টি, এতিমখানা- ৫টি, ব্যাংক- ২৬টি, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা- ১৯টি, রেলওয়ে জংশন-১টি, রেলওয়ে স্টেশন ২টি, নৌবন্দর- ১টি, আশ্রয়ন প্রকল্প- ১টি, প্রেক্ষাগৃহ- ২টি, ফায়ার স্টেশন- ২টি, রেড ক্রিসেন্ট-১টি।

তথ্য সূত্র : উপজেলা উন্নয়ন প্রোফাইল ২০১১, আগস্ট, উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস, ভৈরব ও বাংলা পিডিয়া।

সভাপতির সম্ভাষণ

শিক্ষা, সাফল্য ও ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক ভৈরবের প্রাচীনতম ছাত্র সংগঠন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংগঠন, ভৈরব। ভৈরবের শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, সামাজিকতা ও ক্রীড়াঙ্গণকে সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে আশির দশকে বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া কিছু প্রাণোচ্ছল তরুণ মেধাবী শিক্ষার্থীদের সম্মিলিত উদ্যোগে ১৯৮২ সালে বন্দর নগরী ভৈরবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ, ভৈরব।

বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের শুরুতেই আমি প্রিয় সংগঠন বি.ছা.স এর সাথে জড়িত হয়েছি। মূলত পরিবার থেকেই ঐতিহ্যবাহী এই সংগঠন সম্পর্কে জানার সুযোগ হয়েছে। ২০১৬ সালে বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তির কিছুদিন পরেই সদস্যপদ লাভ করে ২০১৫-১৭ কমিটিতে সাধারণ সদস্য হিসেবে কাজ করেছি। ২০১৭-১৮ কমিটিতে ক্রীড়া সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি। ২০১৮-১৯ কমিটিতে সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছি, ২০১৯-২০ কার্যকরি কমিটিতে যুগ্ম সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছি। সাধারণ সদস্য হিসেবে সদস্যপদ লাভ করার পর থেকেই বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কমিটিতে সংগঠনের সকল উদ্যোগেই শ্রম ও মেধাকে কাজে লাগিয়ে নিজের সর্বোচ্চটা দিয়ে বি.ছা.সে'র পাশে থাকার চেষ্টা করেছি। তারই ধারাবাহিকতাই বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের পড়ন্ত বেলাই অর্থাৎ চতুর্থবর্ষে এসে মনে প্রবল ইচ্ছে জাগলো সেই শুরু থেকেই স্বপ্ন দেখে আসা সভাপতির আসনটাই অধিষ্ঠিত হওয়ার। অত:পর নানা বাধা-বিপত্তি, বন্ধুর পথ পেরিয়ে ২০২১ সালের ১০ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হওয়া দ্বিতীয় প্রত্যক্ষ ভোটে কার্যকরি পরিষদ নির্বাচনে ১৯১ ভোট পেয়ে সভাপতি পদে নির্বাচিত হওয়ার সৌভাগ্য হয়। আর তাই প্রথমেই ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি পরম করুণাময় মহান আল্লাহ তা'য়ালার নিকট এবং আরও ধন্যবাদ জানাচ্ছি বি.ছা.স এর সকল সম্মানিত সদস্যদের যারা আমার ওপর আস্থা রেখে প্রত্যক্ষ ভোটে রায়ের মাধ্যমে আমাকে বিজয়ী করেছেন। যাদের আস্থার প্রতিদানে আমার এই গুরুত্বপূর্ণ পদে সম্মানের প্রাপ্তি, তাঁদের বিশ্বাস, ভালোবাসা ও আস্থা রক্ষায় সর্বদাই ছিলাম সচেষ্ট। তাছাড়া দায়িত্বপ্রাপ্ত হবার পর থেকেই নিজের সৃজনশীলতা, শ্রম ও মেধাকে কাজে লাগিয়ে বি.ছা.সে'র সকল কার্যক্রমকে গতিশীল রেখে সকলের সম্মুখে পূর্বের ন্যায় উৎকৃষ্টভাবে উপস্থাপন করতে আমি ও আমার কার্যকরি কমিটির সকলেই আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। গতানুগতিক ধারা থেকে বের হয়ে এসে আমরা চেয়েছি বি.ছা.স কে পুরো ভৈরব তথা সমগ্র দেশবাসীর নিকট স্বগৌরবে নতুনভাবে উন্মোচিত করার।

বছরব্যাপী বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে আমাদের মূল লক্ষ্য ছিল ভৈরবের শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, সামাজিকতা ও ক্রীড়াঙ্গণকে সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি বি.ছা.সে'র দ্বারা ভৈরবকে সমগ্র বাংলাদেশের নিকট সকল ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ একটি জনপদ হিসেবে তুলে ধরা।

পরিশেষে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি ২০২১-২২ কার্যকরি কমিটির সকল ভাই-বোন ও সাধারণ সদস্যদের সকল উদ্যোগে সহযোগিতা, কর্মনিষ্ঠা, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পাশে থেকে সকল কার্যক্রমকে সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য। আজ আমি এমন এক পরিবারের সদস্য হয়ে সভাপতির দায়িত্ব থেকে বিদায় নিচ্ছি, যার সত্ত্বা আমার মধ্যে বেঁচে থাকবে আমৃত্যু।

বি.ছা.স আমার ভালবাসা, আমার গৌরব, আমার অহংকার। বি.ছা.স কে নিয়ে স্বপ্ন দেখতে আমি ভালবাসি, আর তাই এই পরিবারের একজন সদস্য হয়ে বি.ছা.স কে সম্মুখে এগিয়ে নিয়ে যেতে আজীবন কাজ করে যাব ইনশাআল্লাহ।

অনাগত দিনগুলোতে অনির্বাণ মশালের ন্যায় স্বমহিমায় চির উজ্জ্বল থাকবে প্রাণের বি.ছা.স এই প্রত্যাশা করছি।

তানভীর আহমেদ আবীর
সভাপতি
বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ, ভৈরব।

সাধারণ সম্পাদকের আত্মকথন

চার দশক পূর্বে ১৯৮২ সালে ভৈরবের একঝাঁক তরুণ স্বপ্নবাজদের স্বপ্ন পূরণে ভৈরবকে সুসংগঠিত করতে, মেধা, মনন ও মানবিক বিকাশকে পরিশুদ্ধ করতে এবং সঠিক চর্চা ও প্রয়োগ করতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে গঠন করে আমাদের প্রাণপ্রিয় ঐতিহ্যবাহী সংগঠন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ, ভৈরব।

ভৈরব উপজেলা হতে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের মেলবন্ধন হলো এই সংগঠন। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির কিছুদিন পরই বি.ছা.স এর সদস্যপদ লাভ করি। সদস্য হওয়ার পর থেকে আমি সংগঠনের যেকোনো কাজে নিজের সর্বোচ্চ শ্রম দিয়ে কাজ করতে চেষ্টা করি। বি.ছা.স এ সর্বপ্রথম সাধারণ সদস্য হিসেবে কাজ শুরু করি। পরবর্তীতে বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করে বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের শেষ প্রান্তে এসে বি.ছা.স এর ইতিহাসে দ্বিতীয় প্রত্যক্ষ ভোটে কার্যকরী পরিষদ নির্বাচনে সর্বোচ্চ সংখ্যক ভোট পেয়ে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছি। সাধারণ সম্পাদক হিসেবে বিগত এক বছরে সংগঠনকে গতিশীল রাখার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি। বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ, ভৈরব একটি অরাজনৈতিক সামাজিক সংগঠন যা ভৈরবের শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও মেধা বিকাশে বিভিন্ন কর্মসূচীসহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বি.ছা.স এর সম্মানিত ও সাধারণ সদস্যবৃন্দ পুরো বছর জুড়ে রক্তদানের কাজে সহায়তা করে থাকে। ডিসেম্বর মাসে বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপনের লক্ষ্যে ৩ দিন ব্যাপী বিজয়মেলার আয়োজন করা হয়েছিল যাতে ভৈরবের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা হয় এবং পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এ বছর ভৈরবের বিভিন্ন স্কুল ও কলেজ হতে এস.এস.সি ও এইচ.এস.সি পরীক্ষায় জিপিএ-৫.০০ প্রাপ্ত ৩২০ জন শিক্ষার্থীদের নিয়ে মেধা সম্মাননা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে এটি ছিল আমাদের ক্ষুদ্র প্রয়াস।

এই বছর বি.ছা.স এর সকল সম্মানিত সদস্য, সাধারণ সদস্য ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের নিয়ে প্রথমবার বৃহৎ পরিসরে ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়। এছাড়া আরও বিভিন্ন প্রোগ্রাম আয়োজনের মাধ্যমে পুরো বছর খুবই ব্যস্ত সময় অতিবাহিত করে বি.ছা.স এর বর্তমান কার্যকরি পরিষদ।

বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি প্রতিষ্ঠাকালীন সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, সাবেক সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকবৃন্দ যাঁদের প্রত্যক্ষ ভোটে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছি এবং যাঁদের ভালোবাসা ও সহযোগিতার ফলে বিগত একবছর সংগঠনকে গতিশীল রাখার জন্য অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে সুন্দরভাবে দায়িত্ব পালন করতে পেরেছি। অন্তরের অন্তস্থল থেকে ধন্যবাদ দিতে চাই ২০২১-২২ কার্যকরি পরিষদের আমার ভাই-বোনদের এবং পরিষদের বাইরের সাধারণ সদস্যদের যাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সহযোগিতার ফলে প্রতিটি আয়োজন সুন্দর ও স্বার্থকতার সাথে সম্পন্ন করতে পেরেছি।

প্রিয় সংগঠন বি.ছা.স এর সাথে দীর্ঘ সময় পথচলার পর এখন সময়ে এসেছে বিদায় নেওয়ার। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত পড়াশোনার পাশাপাশি আমি সবচেয়ে বেশি সময় অতিবাহিত করেছি এই সংগঠনে। এই সংগঠন আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছে, তন্মধ্যে অন্যতম হলো পরিশ্রম ও দায়িত্বশীলতার মাধ্যমেই সাফল্য অর্জন করা যায়।

পরিশেষে বলতে চাই, মানুষ মাত্রই ভুল। সংগঠনে দীর্ঘদিন কাজ করতে গিয়ে যদি কোনো প্রকার অন্যায় বা ভুল-ত্রুটি করে থাকি তাহলে আশা করি সকলেই ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

ভালো থাকুক প্রিয় বি.ছা.স, আগামী দিনগুলোতে বি.ছা.স এগিয়ে যাবে তার নিজস্ব স্বকীয়তায় এই কামনা করছি।

জিয়াউর রহমান অভি
সাধারণ সম্পাদক
বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ, ভৈরব।

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
পরিচালনা পর্ষদ	১১
অনুষদ সদস্যবৃন্দ	১২-২১
দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তা, অফিস স্টাফ ও কর্মচারীবৃন্দ	২২-২৫
সম্পাদনা পর্ষদ	২৬
সম্পাদকীয়	২৭
প্রবন্ধ	২৯-৪১
গল্প	৪৩-৫৫
ভ্রমণ কাহিনী	৫৬-৫৭
ছড়া ও কবিতা	৫৯-৬৭
কৌতুক, ধাঁধা, আই কিউ	৬৮-৭১
Articles	৭৩-৮৭
Travel Narrative	৮৮
Short Stories	৮৯-৯১
Poetry	৯২-৯৪
Did You Know That... & Jokes	৯৫
তুলির কবি মনের ছবি	৯৬-৯৯
শ্রেণিভিত্তিক গ্রুপ ছবি	১০১-১২৮
একাডেমিক সাফল্য	১২৯
আলোকচিত্র	১৩০-১৫৮
পথ চলায় যাঁদের হারিয়েছি তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি	১৫৯
হাউস মাস্টার ও প্রিফেক্টবৃন্দ	১৬০
Report	১৬১-১৭৬

বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ, ভৈরব এর

কার্যকরী পরিষদ ২০২১ - ২০২২

তানভীর আহমদ আবীর
সভাপতি
বিবিএ (৪র্থ বর্ষ) সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি
রক্তের গ্রুপ-B+
মোবাইল: ০১৯১২-৫৮৪৭৪৭

জিয়াউর রহমান অভি
সাধারণ সম্পাদক
গণিত (৪র্থ বর্ষ) জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
রক্তের গ্রুপ-A+
মোবাইল: ০১৭১৪-৪৪৫৯২৯

তানভীর আহমেদ
সিনিয়র সহ-সভাপতি
গণিত (৪র্থ বর্ষ) জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
রক্তের গ্রুপ-A+
মোবাইল: ০১৬৮০-০০১৭৬৯

সাঈদ ইমতিয়াজ জিসান
সহ-সভাপতি
বিবিএ (৪র্থ বর্ষ) সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি
রক্তের গ্রুপ-A+
মোবাইল: ০১৭৭১-৩৫৭৯৯৩

শফিকুল ইসলাম সাজু
সহ-সভাপতি
হিসাববিজ্ঞান (৪র্থ বর্ষ) নরসিংদী সরকারি কলেজ
রক্তের গ্রুপ-O+
মোবাইল: ০১৮৭৬-৬৭৪১৯১

নাদিম জামান
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক
বিবিএ (৪র্থ বর্ষ) ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ
রক্তের গ্রুপ-B+
মোবাইল: ০১৭৮৫-৬৯০৩৭৮

জাহিদুল আলম
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক
টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং (৪র্থ বর্ষ) প্রাইম এশিয়া ইউনিভার্সিটি
রক্তের গ্রুপ-O+
মোবাইল: ০১৬৮০-৪৯৬৫৮৭

রাহুল মিয়া
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক
সমাজকর্ম (৪র্থ বর্ষ) হাজী আসমত কলেজ, ভৈরব
রক্তের গ্রুপ-AB+
মোবাইল: ০১৮৫০-৫২৩১৬২

বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ, ভৈরব এর

কার্যকরী পরিষদ ২০২১ - ২০২২

রাসফিকুজ্জামান একান্ত
সাংগঠনিক সম্পাদক
অর্থনীতি (৪র্থ বর্ষ) ইস্টওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, ঢাকা
রক্তের গ্রুপ-B+
মোবাইল: ০১৬২৯-৭৬৫০৭৩

শহীদ আহমেদ
অর্থ সম্পাদক
ব্যবস্থাপনা (৪র্থ বর্ষ) হাজী আসমত কলেজ, ভৈরব
রক্তের গ্রুপ-O+
মোবাইল: ০১৮৭২-৭২৩৬৩৬

সানজিদা রহমান সিদ্দিকা
সাহিত্য সম্পাদক
ভূগোল (৩য় বর্ষ) ইডেন মহিলা কলেজ
রক্তের গ্রুপ-A+
মোবাইল: ০১৭৫৩-৮৩৫৭৩৩

আল আশিক বিল্লাহ
প্রচার সম্পাদক
এমবিবিএস (৩য় বর্ষ) ঢাকা মেডিকেল কলেজ
রক্তের গ্রুপ-O+
মোবাইল: ০১৬৩২-৩৫৭৯৯০

আফরা জামান প্রপা
ছাত্রী বিষয়ক সম্পাদক
আইসিটি (৩য় বর্ষ) বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস
রক্তের গ্রুপ-AB+
মোবাইল: ০১৭১৯-২২১০২২

আহনাফ তাহমিদ দীপ্র
ক্রীড়া সম্পাদক
বিবিএ (৪র্থ বর্ষ) আমেরিকান ইন্টা: ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ
রক্তের গ্রুপ-AB-
মোবাইল: ০১৬৩১-৩৮৭৩৯৪

মোঃ রোমান মিয়া
দপ্তর ও পাঠাগার সম্পাদক
ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং (৪র্থ বর্ষ) নরসিংদী সরকারি কলেজ
রক্তের গ্রুপ-O+
মোবাইল: ০১৮৭৫-৭১০৭৪৫

নাসার মাহমুদ জাহিন
তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পাদক
সিএসসি (৪র্থ বর্ষ) স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটি
রক্তের গ্রুপ-A-
মোবাইল: ০১৭৯৬-৫২৮৪৩৭

রিয়া রায়
নাট্য ও সংস্কৃতিক সম্পাদক
ব্যবস্থাপনা (৩য় বর্ষ) সরকারি জিল্লুর রহমান মহিলা কলেজ
রক্তের গ্রুপ-O-
মোবাইল: ০১৭৭৯-১০৯১০৮

মোঃ আতিকুর রহমান
সমাজকল্যাণ সম্পাদক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ঢাকা কলেজ
রক্তের গ্রুপ-B-
মোবাইল: ০১৭১৬-০৬৫৫৯৩

মশিউর রহমান
কার্যকরি সদস্য
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি (৩য় বর্ষ) চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
রক্তের গ্রুপ-B-
মোবাইল: ০১৯৫৫-৪২১২৯৫

জুবায়ের জহির চৌধুরী
কার্যকরি সদস্য
ইকোনোমিক্স (৩য় বর্ষ) বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস
রক্তের গ্রুপ-O-
মোবাইল: ০১৭৯৫-৪৫৯৯২২

বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ, ভৈরব এর

কার্যকরী পরিষদ ২০২১ - ২০২২

শাকিল সারোয়ার
কার্যকরি সদস্য
সমাজকর্ম (৩য় বর্ষ) সরকারি হাজী আসমত কলেজ
রক্তের গ্রুপ-A+
মোবাইল: ০১৭২৯-৮৬০০৩৪

জহিরুল ইসলাম
কার্যকরি সদস্য
এমবিবিএস (৩য় বর্ষ) উত্তরা আধুনিক মেডিকেল কলেজ
রক্তের গ্রুপ-A+
মোবাইল: ০১৭৪৪-২৮৪০৫৫

অনিক ভূইয়া
কার্যকরি সদস্য
ইংরেজি (২য় বর্ষ) গ্রীন ইউনিভার্সিটি অব ঢাকা
রক্তের গ্রুপ-O+
মোবাইল: ০১৭৯২-১৮৮১৫০

রাশেদুল আলম রাফি
কার্যকরি সদস্য
হিসাববিজ্ঞান, ৪র্থ বর্ষ, নরসিংদী সরকারি কলেজ
রক্তের গ্রুপ-O+
মোবাইল: ০১৮৭৬-৬৭৪১৯১

উমর ফারুক মিয়া
কার্যকরি সদস্য
বিবিএস, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি কলেজ
রক্তের গ্রুপ-B+
মোবাইল: ০১৭৮৯-৬৪৫৪৬৮

শিমুল সরকার
কার্যকরি সদস্য
প্রাণিবিদ্যা, সরকারি হাজী আসমত কলেজ
রক্তের গ্রুপ-A+
মোবাইল: ০১৭১৫-৫৩০০৭৬

মাহফুজ আহমেদ শুভ
কার্যকরি সদস্য
সমাজকল্যাণ (৩য় বর্ষ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
রক্তের গ্রুপ-B+
মোবাইল: ০১৬১১-৫৯৮৭৮০

সুখন সাজিন্দা প্রাপন
আঞ্চলিক প্রতিনিধি (ময়মনসিংহ)
এমবিবিএস (৩য় বর্ষ) কমিউনিটি বেজড মেডিকেল কলেজ
রক্তের গ্রুপ-O+
মোবাইল: ০১৩০০-৫২৯২৯৪

আব্দুল আহাদ ঈশান
আঞ্চলিক প্রতিনিধি (ঢাকা)
মানবিক (৩য় বর্ষ) সরকারি তিতুমীর কলেজ
রক্তের গ্রুপ-A+
মোবাইল: ০১৭৬৬-২০৮২২৬

মোঃ মোবারক হোসেন
আঞ্চলিক প্রতিনিধি (রাজশাহী)
উদ্ভিদবিদ্যা (৪র্থ বর্ষ), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
রক্তের গ্রুপ-B+
মোবাইল: ০১৭৯৫-৯৮৭৪৩০

শরৎ লাল
আঞ্চলিক প্রতিনিধি (চট্টগ্রাম)
সংস্কৃত (২য় বর্ষ) চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
রক্তের গ্রুপ-O+
মোবাইল: ০১৮৭০-১৬০১৩৭

অফিস সহকারি

তৌসিফ আহমেদ আসাদ
রক্তের গ্রুপ-A+
মোবাইল: ০১৭০৬-৬২২৯৮৮

বিছাস এর বিভিন্ন অনুষ্ঠান-২০২১-২২ কার্যকরী কমিটি

দায়িত্ব গ্রহণ-১০ সেপ্টেম্বর-২০২১ইং

বার্ষিক বিবৃতি

১। দ্বিতীয় কার্যকরি পরিষদ নির্বাচন

বার্ষিক বিবৃতি: বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংস:দ, ভৈরব ও দ্বিতীয়বারের মত প্রত্যক্ষ ভোটে কার্যকরি পরিষদ নির্বাচন ও সাধারণ সভা ১০ সেপ্টেম্বর ২০২১ইং তারিখে ভৈরব পৌরসভার জিল্লুর রহমান মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সাধারণ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের মাননীয় বিচারপতি ও বি.ছা.স এর প্রতিষ্ঠাকালীন সভাপতি জনাব জাহাঙ্গীর হোসেন বাদল, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্যবৃন্দ, সাবেক সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকবৃন্দ, সম্মানিত ও সাধারণ সদস্যবৃন্দ। সভায় সভাপতিত্ব করেন নির্বাচন পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক মোঃ ছামিউজ্জামান সুমন এবং সঞ্চালনা করেন সদস্য সচিব মোঃ নজরুল ইসলাম মুন্সি। ৫০৯ জন ভোটারের মধ্যে ৪১৫ জন ভোটারের প্রত্যক্ষ ভোটে দ্বিতীয় বারের মত ২০২১-২২ কার্যকরি পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

আহ্বায়ক : মোঃ সামিউজ্জামান সুমন
সদস্য সচিব : মোঃ নজরুল ইসলাম মুন্সি
সদস্য : জাহিদুল হক জাবেদ
রাকিবুল হাসান সবুজ
আশফিকুজ্জামান ছিদ্দিকী বন্ধন
পাপিয়া ইসলাম রুপু
তরিকুল ইসলাম রাহিম

২। চা-চক্র, মিষ্টিমুখ ও লঞ্চ ভ্রমণ

ভৈরবের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র মেঘনা নদীর তীরে আমাদের নব-নির্বাচিত কমিটির প্রথম আয়োজন চা-চক্র, মিষ্টিমুখ ও লঞ্চ ভ্রমণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে নব-নির্বাচিত কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ কমিটির অন্যান্য সদস্যদের মিষ্টিমুখ করান সম্মানিত সদস্যবৃন্দ। রকমারি খাবার ও আপ্যায়নের পাশাপাশি র‍্যাফেল ড্র এর আয়োজন করা হয়। র‍্যাফেল ড্র বিজয়ীদের মধ্যে আকর্ষনীয় পুরস্কার প্রদান করা হয়।

আহ্বায়ক : নাসার মাহমুদ জাহিন
সদস্য সচিব : অনিক ভূইয়া
সদস্য : মশিউর রহমান
শাকিল সারোয়ার
শিমুল সরকার

৩। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে মাস্ক ও সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ এবং সচেতনমূলক আলোচনা

আহ্বায়ক : আহনাফ তাহমিদ দীপ্র
সদস্য সচিব : রাসফিকুজ্জামান একান্ত
সদস্য : রাশিদুল আলম রাশি
উমর ফারুক
আতিকুর রহমান

কোভিড-১৯ এর কারণে প্রায় দেড় বছর বন্ধের পর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা হলে ভৈরব উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের শিক্ষার্থীদের মাঝে মাস্ক ও সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ এবং সচেতনমূলক আলোচনা করা।

৪। আন্তঃক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২১

আহ্বায়ক : আহনাফ তাহমিদ দীপ্র
সদস্য সচিব : সানজিদা রহমান সিদ্দিকা
সদস্য : মোঃ রোমান
শাকিল সারোয়ার
প্রপা জামান

শ্লোগান: মাদক নয়, খেলাধুলায় মিলবে জয়

করোনার প্রকোপের কারণে দীর্ঘদিন কার্যালয় বন্ধ ছিল। কার্যালয়ের গতিশীলতা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে সম্মানিত সদস্য ও সাধারণ সদস্যের নিয়ে আন্তঃক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতায় ৫টি ইভেন্টে প্রায় দুই শতাধিক প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করা হয়। পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে বি.ছা.সের সাবেক সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ সম্মানিত সদস্যরা উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

৫। নৌযোগে বনভোজন ও প্রীতি ক্রিকেট এবং ফুটবল ম্যাচ

আহ্বায়ক : রাহুল মিয়া
সদস্য সচিব : রাসফিকুজ্জামান একান্ত
সদস্য : শাকিল সারোয়া
উমর ফারুক
আতিকুর রহমান

বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ, ভৈরব বর্তমান কার্যকরি পরিষদ ও সাধারণ সদস্যদের সমন্বয়ে নরসিংদীর রায়পুরা উপজেলার "সাহারা খোলা" চরে নৌযোগে বনভোজন ও প্রীতি ক্রিকেট ও ফুটবল ম্যাচের আয়োজন করা হয়।

৬। বিজয় মেলা-২০২১ইং

আহ্বায়ক : সাঈদ ইমতিয়াজ জিসান
সদস্য সচিব : নাদিম জামান
সদস্য : শফিকুল ইসলাম সাজু
তানভীর আহমেদ
ওাহুল মিয়া

শ্লোগান: ডিসেম্বর চেতনায় একাত্তর
এ এক দৃপ্ত অঙ্গীকার নতুন দেশ গড়ার

বিজয়ের সুবর্ন জয়ন্তী উপদযাপনের লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ, ভৈরব তিনদিন ব্যাপী বিজয় মেলা আয়োজন করে। এ আয়োজনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বীরমুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব মোঃ সায়দুল্লাহ মিয়া ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভৈরব পৌরসভার সম্মানিত মেয়র আলহাজ্ব ইফতেখার হোসেন বেনু ও সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ। এবারের বিজয় মেলায় নাগরদোলা, শান্তা মারিয়া, মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক বুক স্টল, স্কুল-কলেজ ভিত্তিক বিভিন্ন প্রতিযোগিতার পাশাপাশি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক আয়োজনে মেলার মঞ্চ সমাদৃত ছিল। ভৈরব সরকারি কে.বি পাইলট মডেল হাই স্কুলে অনুষ্ঠিত বিজয় মেলায় প্রতিদিনই বিপুল সংখ্যক দর্শকের সমাগম ছিল। উক্ত বিজয় মেলায় প্রদান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে সহযোগিতায় ছিলেন "ইস্পাহানি টি লিমিটেড"।

৭। নবীন বরণ

আহ্বায়ক : রাসফিকুজ্জামান একান্ত
সদস্য : আতিকুর রহমান
জহিরুল ইসলাম
মাইয়াশা সুলতানা বৈশাখী

তারিখ: ১৫ ডিসেম্বর ২০২১ইং

বিজয় মেলার মঞ্চে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ ভৈরব এর ২০২১-২২ কার্যকরি পরিষদে নতুন যুক্ত হওয়া ১২০জন সদস্যকে প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথিবৃন্দ ফুল দিয়ে বরণ করেন।

৮। পিঠা উৎসব

আহ্বায়ক : নাসার মাহমুদ জাহিন
সদস্য : মশিউর রহমান
ইমরান হোসেন

এবারের বিজয় মেলায় সর্বমোট ৩৫টি স্টলের মাঝে ১১টি পিঠা ছিল। প্রতিটি স্টলে হরেক রকমের পিঠার সমাহার মেলায় ঘুরতে আসা দর্শনার্থীদেও মন যুগিয়েছে।

৯। স্কুল-কলেজ ভিত্তিক বিভিন্ন প্রতিযোগিতা

আহ্বায়ক : সানজিদা রহমান সিদ্দিকা
সদস্য : ইকরাম খান
জুবায়ের জহির চৌধুরী
সুখন সাজিনদা প্রাপন

বিজয়মেলা ২০২১ এর মঞ্চে ভৈরব উপজেলার বিভিন্ন স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদেরকে পাঁচটি গ্রুপে বিভক্ত করে কবিতা, আবৃত্তি, একক দেশাত্মবোধক গান ও নৃত্য, শুদ্ধ বানান, উপস্থিত বক্তৃতা এবং সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। সমাপনী দিনে প্রতি গ্রুপের ২য় ও তয় স্থান অর্জনকারী প্রতিযোগীদের পুরস্কৃত করা হয়।

১০। সাংস্কৃতিক আয়োজন

আহ্বায়ক : রিয়া রায়
সদস্য : সানজিদা রহমান সিদ্দিকা
আফরা জামান প্রপা
শাকিল সারোয়ার

বিজয় মেলা-২০২১ এর মঞ্চে বি.ছা.স সহ ভৈরবের বিভিন্ন সংগঠন সাংস্কৃতিক পরিবেশনা উপস্থাপন করেন। উদ্বোধনী নৃত্য পরিবেশন করেন বি.ছা.স এর সদস্যবৃন্দ এবং পরবর্তীতে ওস্তাদ ইসরাইল সঙ্গীত নিকেতন সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশনা করে। ২য় দিন 'কাকলি খেলাঘর আসর' নৃত্য পরিবেশনা করেন এবং সমাপনী দিনে 'ফিউজ' ব্যান্ডে সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে বিজয় মেলা-২০২১এর সমাপ্তি ঘটে।

১১। মোঃ মনিরুজ্জামান রিমন ভাইয়ের ২য় মৃত্যু বার্ষিকীতে মিলাদ ও দোয়া মাহফিল

আহ্বায়ক : শাকিল সারোয়ার
সদস্য সচিব : আহনাফ তাহমিদ দীপ্র
সদস্য : জুবায়ের জহির চৌধুরী
উমর ফারুক
আতিকুর রহমান

তারিখ: ২৫ ডিসেম্বর ২০২১ইং
বি.ছা.স এর সম্মানিত সদস্য ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী শিক্ষার্থী মনিরুজ্জামান রিমন ভাইয়ের ২য় মৃত্যু বার্ষিকীতে ওনার রূহের মাগফিরাত কামনায় বি.ছা.স এর নিজ কার্যালয়ে দোয়া ও মিলাদ মাহফিল আয়োজন করা হয়। এতে ওনার পরিবারের সদস্যসহ বি.ছা.স এর সম্মানিত সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

১২। ৪০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন

আহ্বায়ক : তানভীর আহমেদ
সদস্য সচিব : রাসফিকুজ্জামান একান্ত
সদস্য : শফিকুল ইসলাম সাজু
সানজিদা রহমান সিদ্দিকা
অনিক ভূইয়া

বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ দেখতে দেখতে চার দশক অতিক্রম করায় এবার বড় পরিসরে আয়োজন করার পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি ছিল। কিন্তু করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ বৃদ্ধিতে সরকার ঘোষিত সর্বাত্মক লকডাউনের ফলে বড় পরিসরে আয়োজন করা সমভব হয়নি। তবে বি.ছা.স কার্যালয়ে সম্মানিত ও সাধারণ সদস্য এবং শুভাকাঙ্গীদের উপস্থিতিতে বর্ণিল সাজে বি.ছা.স এর চার দশক পুর্তি উদযাপন করা হয়।

১৩। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা

আহ্বায়ক : নাসার মাহমুদ জাহিন
সদস্য সচিব : জুবায়ের জহির চৌধুরী
সদস্য : শিমুল সরকার
শাকিল সারোয়ার
অনিক ভূইয়া
আতিকুর রহমান

তারিখ: ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২২ইং

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে ভৈরব উপজেলার সকল প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে ভৈরব পৌরসভা প্রাঙ্গণে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রতিযোগিতায় চারটি বিভাগে ১০জন করে মোট ৪০ জন বিজয়ীদেরকে বি.ছা.স এর সম্মানিত সদস্যবৃন্দ পুরস্কার তুলে দেন।

১৪। বার্ষিক বনভোজন

আহ্বায়ক : শফিকুল ইসলাম সাজু
যুগ্ম-আহ্বায়ক : তানভীর আহমেদ
সদস্য সচিব : রাসফিকুজ্জামান একান্ত
সদস্য : রোমান মিয়া
রাহুল মিয়া
সানজিদা রহমান সিদ্দিকা
শাকিল সারোয়ার

শ্লোগান: 'এসো মিলি প্রাণের টানে, নবীন প্রবীণের ঐক্যতানে

সেন্টমার্টিন ও কক্সবাজারে চার দিনের এই বার্ষিক সফরে বরাবরের মতো এবারো প্রধান পৃষ্ঠপোষকতায় ছিলেন ভৈরব কুলিয়ারচরের মাননীয় সংসদ সদস্য বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সম্মানিত সভাপতি আলহাজ্ব নাজমুল হাসান পাপন। উৎসব মুখর ও আনন্দঘন পরিবেশে সফরটি ছিল মনোমুগ্ধকর। সংসদ সদস্যের একান্ত সহযোগিতায় বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ, ভৈরব এর চার দিনের এই সফরটি সফল ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়।

১৫। 'এহসানুল ইসলাম রেজভী' ভাই স্বরণে দোয়া ও মিলাদ মাহফিল

আহ্বায়ক : শাকিল সারোয়ার
সদস্য সচিব : মোঃ আতিকুর রহমান
সদস্য : রাহুল মিয়া
অনিক ভূইয়া

বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ, ভৈরব এর সম্মানিত সদস্য ও ঢাকা কলেজের মেধাবী শিক্ষার্থী এহসানুল ইসলাম রেজভী ৬মার্চ ২০২২ইং মর্মান্তিক সড়ক দূর্ঘটনায় ইন্তেকাল করেন। ওনার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনায় দোয়া ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়। এতে ওনার পরিবারের সদস্যসহ সম্মানিত ও সাধারণ সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

১৬। স্বাধীনতা দিবসে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ও প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ

আহ্বায়ক : আহনাফ তাহমিদ দীপ্র
সদস্য সচিব : মোঃ রোমান মিয়া
সদস্য : শহীদ মিয়া
অনিক ভূইয়া
রাহুল মিয়া
শিমুল সরকার

২৬শে মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবসটিকে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ ভৈরব দিবসের প্রথমে ভৈরব দূর্জয় চত্বরে ফুল দিয়ে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে এবং পরবর্তীতে ভৈরব সরকারি কে.বি পাইলট মডেল হাই স্কুল মাঠে এক প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচের আয়োজন করে। এতে সম্মানিত সদস্য বনাম সাধারণ সদস্যের মধ্যে তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সাধারণ সদস্যদের বিজয়ের মাধ্যমে ম্যাচের সমাপ্তি ঘটে।

১৭। ইফতার মাহফিল

আহ্বায়ক : রাসফিকুজ্জামান একান্ত
সদস্য সচিব : অনিক ভূইয়া
সদস্য : মশিউর রহমান
জুবায়ের জহির চৌধুরী
সুখন সাজিনদা প্রাপন
আতিকুর রহমান

২৯ রমজান বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ ভৈরব শহরের 'ভেনিস বাংলা কমিউনিটি সেন্টারে' ইফতার মাহফিলের আয়োজন করে। এতে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের সম্মানিত বিচারপতি ও বি.ছা.স এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি জাহাঙ্গীর হোসেন বাদল এবং বি.ছা.স এর সাবেক সভাপতি, সম্পাদক, সম্মানিত সদস্য, সাধারণ সদস্য এবং শুভানুধ্যায়ীসহ পাঁচ শতাধিক মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

১৮। মেধা সম্মাননা-২০২২ইং

আহ্বায়ক : সাঈদ ইমতিয়াজ জিসান
সদস্য সচিব : শফিকুল ইসলাম সাজু
সদস্য : তানভীর আহমেদ
রাসফিকুজ্জামান একান্ত
অনিক ভূইয়া
আতিকুর রহমান

**শ্লোগান: মেধা, মনন ও মানবিক বিকাশের জয় হোক,
বিজয়ের হাসি ফুটুক বিশ্বময়।**

তারিখ: ৩জুন ২০২২ইং

বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ, ভৈরব প্রায় চার বছর পর মেধা সম্মাননা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে ভৈরব উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এস.এস.সি ও এইচ.এস.সি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ৩২০জন কৃতি শিক্ষার্থীকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, মাননীয় বিচারপতি, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, বিশেষ অতিথি হিসেব উপস্থিত ছিলেন লায়লা আরজুমান্দ বানু, যুগ্ম সচিব, শিক্ষা মন্ত্রনালয়, মোঃ মাসুদ রানা, অতিরিক্ত কর কমিশনার, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা, আলহাজ্ব ইফতেখার হোসেন বেনু, মেয়র, ভৈরব পৌরসভা ও মনজুর এলাহী, চেয়ারম্যান, নদী বাংলা গ্রুপ। উক্ত অনুষ্ঠানে আলোচনা সভা শেষে কৃতি শিক্ষার্থীদের হাতে ক্রেস্ট তুলে দেন অতিথিবৃন্দ ও সবশেষে বি.ছা.স ও প্রথম আলো ভৈরব বন্ধুসভার সাংস্কৃতিক পরিবেশনা উপস্থাপন করেন।

১৯। কার্য নির্বাহী পর্ষদের সর্বশেষ সভা

বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ, ভৈরব এর ২০২১-২২ কার্যকরি পরিষদের সর্বশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয় ১লা জুলাই ২০২২। উক্ত সভার মধ্য দিয়ে ২০২১-২২ কার্যকরি পরিষদের মেয়াদকাল সমাপ্ত হয়।

২০। স্মরণিকা প্রকাশ

বার্ষিক সাধারণ সভায় বি.ছা.স কর্তৃক প্রকাশিত একটি পরিচ্ছন্ন স্মরণিকা (অনির্বাণ এর) মোড়ক উন্মোচন করা হবে। উক্ত স্মরণিকাটি সাহিত্য সম্পাদক 'সানজিদা রহমান সিদ্দিকা' এর একান্ত প্রচেষ্টা ও আমাদের বি.ছা.স ২০২১-২২ কমিটির কিছু সদস্য ও শুভাকাঙ্খীদের সার্বিক সহযোগিতায় প্রকাশ হচ্ছে।

২১। হিসাব অডিটকরণ

বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ, ভৈরব এর ২০২১-২২ পরিষদের সম্পূর্ণ হিসাব সাবেক সভাপতি সামিউজ্জামান সুমন ও সম্মানিত সদস্য মুন্সি আফরান হক এবং সাবেক অর্থ সম্পাদক সাজিদুল হক নাইম কৃর্তক অডিট করানো হয়েছে।

পরিশেষে বলতে চাই, সাফল্য ও ব্যর্থতা একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। উভয় স্বাদই মানুষকে গ্রহণ করতে হয়। এই কমিটি কতটুকু সফল ও সার্থক তার ভার আপনাদের উপর। কোন ভুল ত্রুটি থাকলে আপনারা নিজ মহানুভবতার ক্ষমা করবেন এই প্রত্যাশা রেখে শেষ করছি।

ধন্যবাদান্তে
জিয়াউর রহমান গতি
সাধারণ সম্পাদক
বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ, ভৈরব।

বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ, ভৈরব এর

প্রতিষ্ঠাকালীন সভাপতি মণ্ডলীর সদস্যবৃন্দ

জাহাঙ্গীর হোসেন বাদল
বিচারপতি, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট

এ.কে. মোবারক আলী
সাবেক অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)
হাজী আসমত কলেজ, ভৈরব

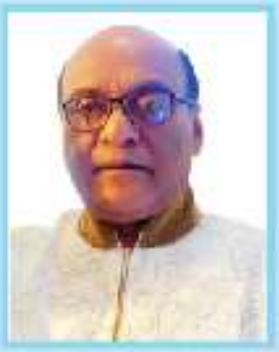

আশরাফুল হক মুকুল
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক
ঢা. বি.আলামনাই এসোসিয়েশন কেন্দ্রীয় কমিটি

এনামুর রহমান
পরিচালক, বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক

শাহজাহান মোল্লা
ব্যবসায়ী

বিগত ৩৬ বছর যে সকল সভাপতি বি.ছা.স কে নেতৃত্ব দিয়েছেন

জাহাঙ্গীর হোসেন বাদল ১৯৮২-১৯৮৪
মোঃ ইফতেখার হোসেন বেনু ১৯৮৪-১৯৮৬
মোঃ আসাদুল হক শিশু ১৯৮৭-১৯৮৮
এস.কে. আল আমিন রতন ১৯৮৭-১৯৮৮
মোঃ ইলিয়াস ১৯৮৮-১৯৮৯
মোঃ রফিকুল ইসলাম স্বপন ১৯৮৯-১৯৯০

আব্দুল্লাহ আল মামুন ১৯৯০-১৯৯১
মোঃ আরজুজ্জামান আপন ১৯৯১-১৯৯২
কবীর আহমেদ শামীম ১৯৯২-১৯৯৩
এম. হাবিবুর রহমান হাবিব ১৯৯৩-১৯৯৪
মোঃ মাসুদ রানা ১৯৯৪-১৯৯৫
মোঃ মনিরুল হক ১৯৯৫-১৯৯৬

কাওসার সিদ্দিকি ১৯৯৬-১৯৯৭
তপন কুমার সাহা ১৯৯৭-১৯৯৮
সাইদুল্লাহ সরকার স্টেলিন ১৯৯৮-১৯৯৯
মোহাম্মদ হামিউজ্জামান ১৯৯৯-২০০০
আরিফুল হক সুজন ২০০০
মোঃ শফিকুল আমিন রানা ২০০০-২০০১

সিরাজুল ইসলাম নাসির ২০০১-২০০২
ইফতাকুর রহমান সোহাগ ২০০২-২০০৩
কাজী আব্দুল্লাহ আল বাকী রোমাক ২০০৩-২০০৪
রকিবুল হাসান সবুজ ২০০৪-২০০৫
মুহাম্মদ বাবুল মিয়া ২০০৫-২০০৬
মোঃ রায়হান উদ্দিন সুজন ২০০৬-২০০৭

হাবিবুর রহমান ২০০৭-২০০৮
জাহিদুল হক পান্নু ২০০৮-২০০৯
ইমরান মামুদ চৌধুরী ২০০৯-২০১০
বিমল বিশ্বাস ২০১০-২০১১
মোঃ জাহিদুল হাসান ২০১১-২০১২
মোঃ খালিকুজ্জামান ডিউটি রুবেল ২০১২-২০১৩

শাহ আলম হোসেন ২০১৩-২০১৪
সামসুল আরেফিন ফয়সাল ২০১৪-২০১৫
রিফাত আলী হাসান তন্ময় ২০১৫-২০১৬
মোঃ রাসেল আহমেদ (সবুজ) ২০১৬-২০১৭
পাপিয়া ইসলাম রুপু ২০১৭-২০১৮
তাহমিদ ওয়াসিক পার্থ ২০১৯-২০২০
তানভীর আহমদ আবীর ২০২১-২০২২

বিগত ৩৬ বছর যে সকল সাধারণ সম্পাদক বি.ছা.স কে নেতৃত্ব দিয়েছেন

আসাদুল হক শিশু ১৯৮২-১৯৮৪ | হাবিবুর রহমান খোকন ১৯৮৪-১৯৮৫ | হাবিবুল্লাহ বাহার ১৯৮৫-১৯৮৬ | জিল্লুর রহমান লিটন ১৯৮৬-১৯৮৭ | ন. ম. রুহুল কবীর ১৯৮৭-১৯৮৮ | কামাল পাশা ১৯৮৮-১৯৮৯

মোঃ আরজুজ্জামান আপন ১৯৮৯-১৯৯০ | গোলাম মোরশেদ লিটন ১৯৯০-১৯৯১ | মোঃ আকরাম হোসেন চৌধুরী ১৯৯১-১৯৯২ | খালেদ আহমেদ রতন ১৯৯২-১৯৯৩ | আলী মোঃ হায়দার ১৯৯৩-১৯৯৪ | কাওসার সিদ্দিকি ১৯৯৪-১৯৯৫

আওলাদ হোসেন চৌধুরী ১৯৯৫-১৯৯৬ | জিয়া রহমান ১৯৯৬-১৯৯৭ | আরিফুল হক সুজন ১৯৯৭-১৯৯৮ | অসিম কুমার শিকদার ১৯৯৮-১৯৯৯ | শাহরিয়ার ইবনে মতিন নেহাল ১৯৯৯-২০০০ | মনিরুল হক শাকিল ২০০০

মোঃ ফয়েজুল ইসলাম কিরন ২০০০-২০০১ | জাহিদুল হক জাবেদ ২০০১-২০০২ | মুহাম্মদ মহসিন ২০০২-২০০৩ | হাবিবুল বাশার চৌধুরী ২০০৩-২০০৪ | মোঃ রায়হান উদ্দীন সুজন ২০০৪-২০০৫ | পিন্টু রঞ্জন দাস ২০০৫-২০০৬

শাহীদুল হক ইমন ২০০৬-২০০৭ | আহসান উদ্দিন সুমন ২০০৭-২০০৮ | ইসতিয়াক আহমেদ রিপন ২০০৮-২০০৯ | তারিকুজ্জামান পলিন ২০০৯-২০১০ | মোঃ আশিকুজ্জামান চিশতি খান ২০১০-২০১১ | মোঃ তবারক আহমেদ ভূঁইয়া ২০১১-২০১২ | জহুর বাবলুর সাত্তার ইমন ২০১২-২০১৩

মুহাম্মদ সুজন মিয়া ২০১৩-২০১৪ | মোঃ সাজ্জাদ আলী সিয়াম ২০১৪-২০১৫ | কামরুল হাসান রানা ২০১৫-২০১৬ | ছালেম রহমান সিকদার ২০১৬-২০১৭ | মোঃ তরিকুল ইসলাম (তাহিদ) ২০১৭-২০১৮ | রেদুয়ান আহমেদ শোভন ২০১৯-২০২০ | জিয়াউর রহমান অভি ২০২১-২০২২

বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ, ভৈরব এর

নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক কমিটি

মোহাম্মদ ছামিউজ্জামান সুমন
আহবায়ক

মোঃ নজরুল ইসলাম মুন্সী
সদস্য সচিব

মোঃ জাহিদুল হক জাবেদ
সদস্য

রাকিবুল হাসান সবুজ
সদস্য

আশফিকুজ্জামান ছিদ্দিকি বন্ধন
সদস্য

পাপিয়া ইসলাম রুপু
সদস্য

তরিকুল ইসলাম রাহিম
সদস্য

শিক্ষাব্রতী নবাব ফয়জুন্নেসার স্মৃতিধন্য লাকসাম ভ্রমণ

লাকসাম ঘুরে দেখার আগ্রহ আমার অনেক দিনের। কিশোর বয়সে আমরা কুমিল্লা থাকতাম বিধায় লাকসামের নাম শুনেছি বহুবার। তাছাড়া ট্রেনে চট্টগ্রাম যাওয়ার পথে দেশের অন্যতম বৃহৎ রেলওয়ে স্টেশনে কিছুক্ষণ বিরতি দিতে হয়েছে। কিন্তু লাকসামের সবচেয়ে বড়ো আকর্ষণ ছিল, উপমহাদেশের প্রতিভাময়ী নারী নবাব ফয়জুন্নেসার কীর্তিসমূহ সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করা। লাকসাম যাওয়ার চেষ্টা এর আগেও দুই তিন বার করেছি কিন্তু সফল হতে পারিনি। কিন্তু গত ১৩ মে ২২ যেভাবেই হোক লাকসাম যাওয়ার মনস্থির করলাম যদিও যাওয়ার পথটি ছিলো বেশ আঁকাবাঁকা। কুমিল্লা সদর থেকে ২৯ কিলোমিটার দক্ষিণে ডাকাতিয়া নদীর তীরে অবস্থিত লাকসাম ব্যবসার শহর হিসেবে পরিচিত হলেও মূলত শহরটি শিক্ষানুরাগী, কবি ও তেজোদীপ্ত মহীয়সী নারী নবাব ফয়জুন্নেসার চৌধুরানীর কর্মস্থল ও বাংলাদেশের বৃহত্তম পাঁচটি রেলওয়ে জংশনের একটি হিসেবে সারাদেশে সুপরিচিত। ১৮৮৩ সালে এখানে রেলওয়ে জংশন স্থাপিত হয়। লাকসাম পৌরসভা একটি প্রথম শ্রেণির পৌরসভা।

লাকসাম বাইপাসে পৌঁছে আমরা একটি অটোরিক্সা নিয়ে মহীয়সী নারী, নারী জাগরণ ও নারী শিক্ষায় অগ্রণী, বহুগুণে গুণান্বিত, কবি, গীতিকার, সমাজহিতৈষী জমিদার নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানীর বাড়ি ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত মসজিদ দেখতে লাকসামের পশ্চিমগাঁও যাই। পাঠক নিশ্চয়ই জানেন, নবাব ফয়জুন্নেসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও নানাবিধ সামাজিক কর্মকান্ডে এক সাহসী ভুমিকা পালন করেছেন। নারী শিক্ষা ও নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনের জন্মের সাত বৎসর পূর্বে কোলকাতা থেকে বহু দূরে কুমিল্লার মতো মফস্বল শহরে মুসলিম বালিকাদের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপনের সৎ সাহস দেখান। শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর অবদান অনেক তন্মধ্যে ১৮৭৩ সালে কুমিল্লা শহরে নবাব ফয়জুন্নেসা বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন, এই শহরে প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, নিজ এলাকায় মাদ্রাসা স্থাপন, (বর্তমানে ফয়জুন্নেসার সরকারি কলেজ) তাঁর জমিদারী অঞ্চলে ১৪টি মৌজার মধ্যে ১১টিতেই প্রাথমিক মক্তব বা স্কুল প্রতিষ্ঠা, ১৮৮৯ সালে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের প্রতিষ্ঠালগ্নে ১০ (দশ) হাজার টাকা অনুদান, ভারতের কৃষ্ণনগর জেলায় স্কুল ও পবিত্র মক্কা নগরীতে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। জমিদার হিসেবে আর্থিক সঙ্গতি থাকায় তিনি এই কাজগুলো করেছেন তবে বিস্ময় জাগে যখন জানতে পারি তিনি 'রূপজালাল' নামে একটি আত্মজীবনীমূলক গীতি আলেখ্য লিখেছিলেন যেটি প্রকাশিত হয় ১৮৭৬ সালে। এছাড়াও 'সঙ্গীত সার' ও 'সঙ্গীত লহরি' নামে তাঁর দুটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। সেই সময়ে প্রকাশিত সংবাদপত্রসমূহ ঢাকা প্রকাশ, সুধাকর, মোসলমানবন্ধু, ইসলাম প্রচার ইত্যাদি পত্রিকায় তিনি আর্থিক সহায়তা করেছেন। সময়ের তুলনায় কতটা অগ্রসর ছিলেন তিনি ভেবে বিস্মিত হতে হয়। রবীন্দ্রনাথের বোন স্বর্ণ কুমারী দেবী পরিচালিত সখী সমিতির সদস্য ছিলেন নবাব ফয়জুন্নেসা। আসলে নবাব ফয়জুন্নেসার শিক্ষা ও সমাজ উন্নয়নের ক্ষেত্রে অবদান লিখতে গেলে আমার ভ্রমন কাহিনী লেখা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে তবু দুয়েকটি উল্লেখ না করলেই নয়। তিনি তাঁর ১৪টি মৌজার ১১টিতে পুকুর বা দীঘি খনন করান, তৎকালীন ত্রিপুরা জেলার জেলা কালেক্টর মিঃ ভগলাসের জেলা উন্নয়ন মহা পরিকল্পনা তহবিলে তিনি এককভাবে এক লক্ষ টাকা দান করেন। ১৮৯১ সালে লাকসামে দাতব্য হাসপাতাল ও ১৮৯৩ সালে কুমিল্লা শহরে জানানা (মহিলা) হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে কুমিল্লা সদর হাসপাতালের ফিমেল ওয়ার্ডটি ফয়জুন্নেসা ফিমেল ওয়ার্ড হিসেবে নামাংকিত।

নবাব ফয়জুন্নেসা ১৮৩৪ সালে পিতা জমিদার আহমেদ আলী চৌধুরী ও মাতা আরাফুন্নেসা চৌধুরানীর ঔরশে কুমিল্লা জেলার হোসনাবাদ পরগনায় (বর্তমানে লাকসাম) পশ্চিমগাঁওয়ে জন্মগ্রহণ কনে। তিনি ছিলেন বাবা মার প্রথম কন্যা।

নবাব ফয়জুন্নেসার দাম্পত্য জীবন সুখকর ছিলো না। শোনা যায়, প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এই মহিলা সতেরো বছর পর জানতে পারেন তাঁর স্বামী সৈয়দ মাহমুদ গাজী চৌধুরী এর আগে আরেকটি বিয়ে করেছেন। আত্মসম্মান রক্ষার্থে দুই সন্তানের জননী হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁর স্বামীগৃহ পরিত্যাগ করে নিজ বাড়িতে চলে আসেন এবং পরবর্তীতে পিতার জমিদারি গ্রহণ করেন।

কথিত আছে, তিনি মামলা করে তার স্বামী জমিদার সৈয়দ মোহাম্মদ গাজী চৌধুরীর কাছ থেকে একলক্ষ টাকা মোহরানা আদায় করেন। সাহস, তেজস্বীতা, শিক্ষানুরাগ, প্রজাকল্যাণ ও বিচক্ষণতার অধিকারী, চারটি ভাষায় (আরবি, ফারসি, সংস্কৃত ও বাংলায়) পারদর্শী এই প্রতিভাদীপ্ত নারী মুসলিম নারীজাগরণে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। শিক্ষা ও সমাজসেবার জন্য নবাব ফয়জুন্নেসা রানী ভিক্টোরিয়া কর্তৃক ১৮৮৯ সালে নবাব ও ২০০৪ সালে একুশে পদকে ভূষিত হন। উল্লেখ্য করা প্রয়োজন যে, ফয়জুন্নেসা ছিলেন দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম ও বাংলার একমাত্র মহিলা নবাব।

দানশীলতা নবাব ফয়জুন্নেসার চরিত্রের মজ্জাগত বৈশিষ্ট্য ছিলো। ১৯০৩ সালে মৃত্যুর পূর্বে তিনি বার্ষিক ৬০,০০০ (ষাট হাজার) টাকার জমিদারী জনকল্যাণে ওয়াক্‌ফ করে দিয়ে যান যার আয় থেকে লাকসামের দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীরা এখনো বৃত্তি পেয়ে থাকে।

অটোরিক্সা আমাদের নবাব বাড়ির সামনে নামিয়ে দিলো। প্রবেশ তোরণে তালা দেয়া, প্রহরী বাইরে গেছে। আমরা তাই সময়ক্ষেপণ না করে অদূরেই নবাব ফয়জুন্নেসার নির্মিত দশ গম্বুজবিশিষ্ট অনিন্দ্যসুন্দর মসজিদটি দেখার জন্য এগিয়ে গেলাম। মসজিদের সামনেই একটি অলঙ্কৃত প্রবেশতোরণ, তোরণ দিয়ে ঢুকলেই মসজিদটি চোখে পড়ে। মসজিদটি দেখে রীতিমতো অভিভূত হয়ে গেলাম। দশগম্বুজ বিশিষ্ট এই ছোট মসজিদটি স্থাপত্যশৈলীর দিক থেকে ভিন্নমাত্রা দাবি করে। মসজিদটি মোগল স্থাপত্যের সকল বৈশিষ্ট্য বহন করছে। এটি নবাব বাড়ি মসজিদ হিসেবেও এলাকাবাসীর কাছে সুপরিচিত। মসজিদের ভেতর ঢুকে আমরা বিমোহিত হয়ে গেলাম। বাইরের সৌকর্যের চেয়ে অভ্যন্তরীন সৌন্দর্য্য কোন অংশে কম নয়। মসজিদটির অভ্যন্তরীন দেয়াল, মিম্বর ও মুয়াজ্জিনের আজান দেয়ার জায়গায় রয়েছে উন্নত টাইলসের কারুকাজ। দেয়ালের উপরের অংশের টাইলসগুলোতে রয়েছে গোলাপি, সাদা আর নীল রঙের কারুকাজ আর নিচের দিকে কারুকার্যখচিত শ্যাওলা সবুজ রঙের নকশা। এককথায় অপূর্ব ! দরজাগুলো কালো দামি কাঠের তৈরি। দশটি গম্বুজের মধ্যে মাঝখানেরটি সবচেয়ে বড়। ফয়জুন্নেসা মুসল্লিদের সুবিধার্থে একটি দীঘি খনন করেছিলেন। এই মসজিদে ফয়জুন্নেসা নারী পুরুষ সকলের উপাসনার ব্যবস্থা করেছিলেন। বর্তমানে এই ব্যবস্থা চালু নেই। মসজিদের পাশেই চিরনিদ্রায় শায়িত রয়েছেন মহীয়সী নারী নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী, পাশে তাঁর পরিবার ও উত্তরসূরিরা সমাহিত হয়েছেন। উল্লেখ্য ১৯০৩ সালে ৬৯ বৎসর বয়সে ফয়জুন্নেসা ইহলোক ত্যাগ করেন। মসজিদ থেকে হাঁটা দূরত্বে নওয়াব ফয়জুন্নেসার সরকারি কলেজটি দেখা যাচ্ছে। এটিরও প্রতিষ্ঠাতা তিনি। অবশ্য শুরুতে এটি মাদ্রাসা ছিল, পরবর্তীতে কলেজে রূপান্তরিত হয়। কলেজের কাছাকাছি গিয়ে দেখলাম, পুরনো কোন ভবন অবশিষ্ট নেই, সব ভেঙ্গে ফেলে নতুন বহুতল ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

মসজিদ ক্যাম্পাস দেখা শেষ করে আমরা আবার নবাব ফয়জুন্নেসার বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালাম। ডাকাতিয়া নদীর তীরে ইট সুরকির একটি দ্বিতল ভবন। দেখতে পরিপাটি, সুন্দর কিন্তু কোন জৌলুষ বা বিলাসিতা নেই। পাশেই একটি কাচারি ঘর, সামনে ফুলের বাগান, চারদিকে অনুচ্চ সীমানা প্রাচীর, সামনে একটি মাঝারি মানের প্রবেশ তোরণ। সর্বত্রই বিলাসিতার চেয়ে রুচি ও বৈদগ্ধের ছাপ বেশি মনে হলো। বলা হয়ে থাকে যে, সতেরো বছর সংসার করার পর প্রথম বিয়ে গোপন করার কারনে স্বামীর সাথে ফয়জুন্নেসার বিবাহ বিচ্ছেদ হয়। মামলা করে দেনমোহরের এক লক্ষ টাকা আদায় করে তিনি এই দৃষ্টিনন্দন বাড়িটি নির্মাণ করেন। ধারণা করা হয়, দক্ষিণমুখী এই বাড়িটি ১৮৭১ সালে নির্মাণ করা হয়। বাড়িটি নির্মাণ করতে সময় লেগেছিল ৩ (তিন) বছর। পশ্চিম পাশে একতলা কাচারিঘর ও পূর্বপাশে রয়েছে আরেকটি একতলা ভবন। ভেতরে অন্দরমহল যা বাইরে থেকে ঠাহর করা যায় না।

দীর্ঘদিন অযত্নে অবহেলায় নবাব বাড়িটি জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছিল, এর আকর্ষণ ম্রিয়মান হয়ে যাচ্ছিল। প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর সম্প্রতি বাড়িটি অধিগ্রহণ করেছে ও মেরামত করছে। ফলে এই এলাকা একটি আকর্ষণীয় পর্যটনকেন্দ্রে পরিণত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। বাড়ির ৪ একর ৫৩ শতক জায়গা জুড়ে উন্মুক্ত জাদুঘর নির্মাণ ও বাড়িটি আধুনিকায়ন করা হবে। আমরা জেনে খুব খুশি হলাম যে, এই উদ্যোগটি নিয়েছেন ভৈরবের কৃতীসন্তান, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের প্রাক্তন মহাপরিচালক জনাব এম.এ হান্নান মিয়া। এবার আমরা লাকসামের অন্য জায়গাগুলো দেখতে যাবো। যাওয়ার আগে এই দৃঢ়চেতা, শিক্ষানুরাগী, সমাজসেবক জোতির্ময়ী নারী ফয়জুন্নেসার প্রতি আরেকবার শ্রদ্ধা নিবেদন করে অটোরিক্সায় চাপলাম।

[তথ্যসূত্র : উইকিপিডিয়া ও বি.বি.সি নিউজ]

শরীফ আহমেদ
সম্মানিত সদস্য
বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ, ভৈরব
ও
অধ্যক্ষ, রফিকুল ইসলাম মহিলা কলেজ, ভৈরব।

ভৈরবের ঐতিহ্য, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ, ভৈরব

মেঘনা-ব্রহ্মপুত্রের অববাহিকায় গড়ে উঠা বন্দর নগরী ভৈরব। শুরু থেকেই কৃষির পাশাপাশি ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। নৌপথ, রেলপথ, সড়কপথে যোগাযোগের নির্ভরযোগ্য হওয়ায় সভ্যতার বিকাশ ঘটে শুরু থেকেই। আবহমানকাল থেকেই ভৈরব সকল ধর্ম, বর্ণের মানুষ সম্প্রীতির সাথে বসবাস করে আসছে ও শিক্ষা, ক্রীড়া, সংস্কৃতিতে অবদান রেখে আসছে তেমনি ভৈরবের বাসিন্দারা উচ্চ শিক্ষায় জ্ঞান লাভের জন্য বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও দেশের বাইরের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে। ভৈরব এর শিক্ষার্থীরা যারা দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যলয়ে পড়ুয়া তারা উদ্যোগ নেন, যেন বিভিন্ন উৎসব-পার্বণে, দুর্যোগে অরাজনৈতিক সামাজিক ভূমিকা রাখতে পারেন। সে উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই ১৯৮১ সালের ১০ নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টি.এস.সি'র সবুজ চত্বরে সংগঠনটি গঠনকল্পে মতবিমিয় সভা হয় এবং ১৯৮২ সারের ১৮ জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ, ভৈরব সংক্ষেপে বি.ছা.স, ভৈরব বা টঝঅই নামে আত্মপ্রকাশ করে।

আমি প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য হিসাবে সংগঠনটির সাথে যুক্ত ছিলাম। অরাজনৈতিক সংগঠনটি আজ হাঁটি-হাঁটি, পা পা করে স্বগৌরবে ভৈরবে টিকে আছে তার কর্মযজ্ঞ প্রকাশ ঘটিয়েছে। ভৈরবের আপামর জনগণের হৃদয়ে এক ব্যক্তিক্রমধর্মী অনন্য সামাজিক সংগঠন হিসাবে আলাদা জায়গা করে নিয়েছে। শিক্ষিত একদল তরুণ, তরুণী যেন ভৈরবে আলোর দ্যুতি ছড়াছে। ভৈরবে শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি ক্রীড়া ও সৃজনশীল মানবিক কমর্কাণ্ডে ভূমিকার জন্য। ভৈরব ও আশপাশের জেলায়, অরাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান বি.ছা.স, ভৈরব। দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের মাঝে একতা, পারস্পরিক সমঝোতা, ভ্রাতৃত্ববোধ সর্বোপরি দেশপ্রেম জাগিয়ে তোলার অনন্য নজির স্থাপন করেছে।

দীর্ঘ পথ চলায় প্রথমে বি.ছা.স ভৈরব এর অস্থায়ী কার্যালয়, ভৈরব বাজারের বটতলা রোডে অবস্থিত ছিল। যা বর্তমানে পৌর নিউ মার্কেটে। ভৈরব বাজারের প্রাণকেন্দ্র ও মার্কেটের তৃতীয় তলায় স্থায়ী কার্যালয়। সুশিক্ষিত একদল মার্কেটের জোনাকিদের মিলনস্থল যেখানে আছে মূল্যবান দুর্লভ পুস্তিকা সম্বলিত সমৃদ্ধ একটি গ্রন্থাগার।

দিনে দিনে সংগঠনটির কর্মের দ্যুতি ছড়িয়েছে অনেক দূর। ভৈরব উপজেলার কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা, গুণীজন সংবর্ধনা, বাঙালি সংস্কৃতির লালন পহেলা উৎসব আয়োজন, বিভিন্ন জাতীয় দিবস পালন, প্রাকৃতিক দুর্যোগে অসহায় মানুষের পাশে থাকা, বিনামূল্যে প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা, স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচী, শিক্ষার্থীদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি সহায়ক সেমিনার, সামাজিক আন্দোলন যেমনঃ মাদক বিরোধী আন্দোলন, যৌতুক বিরোধী আন্দোলন, বাল্য বিবাহ রোধকল্পে সচেতনতা মূলক সভা, সেমিনার করা আইন-শৃঙ্খলা, ছিনতাই রোধে প্রতিবাদ সমাবেশ, সিম্পুজিয়াম করে নাগরিক অধিকারে ভূমিকা রাখা।

ক্রীড়া ক্ষেত্রে ফুটবল, ক্রিকেট ম্যাচ আয়োজন, দাবা, টেবিল টেনিস ঘরোয়া ইভেন্ট আয়োজন। শিক্ষার্থীদের নবীন বরণসহ নানা সামাজিক কর্মকাণ্ডে বি.ছা.স, ভৈরব নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সাহিত্য প্রকাশনা বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষে ক্রোড়পত্র, দেয়ালিকা, ম্যাগাজিন বের করা, বাংলা সাহিত্য লালন করে, ভৈরবকে বিশিত করেছে। অগ্রজ-অনুজদের মেল বন্ধনে আয়োজন হয় বনভোজন, নৌকাভ্রমণ সহ নানা ধরণের মিলন মেলা, ঈদ পূণর্মিলনী ভৈরবে একমাত্র বি.ছা.স ভৈরব ধারাবাহিকতা ধরে রেখেছে। ভৈরব ও আশপাশের অনেক সামাজিক, অরাজনৈতিক সংগঠন গড়ে উঠেছে ও বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু বি.ছা.স ভৈরব সেই ১৯৮১ সাল থেকে আজো সুনামের সাথে তার স্বকীয়তা ধরে রেখেছে। সাধারণ সদস্য ও সম্মানিত সদস্য, অধ্যয়নরত ও শিক্ষাজীবন শেষ করা সদস্যগণ।

বি.ছা.স ভৈরব এর যারা বিভিন্ন সময় দায়িত্ব পালন করেছেন তাদের সাংগঠনিক নির্দেশনায় সফলতার জন্য অভিনন্দন, ভবিষ্যতে যারা দায়িত্ব পালন করবেন তারা যেন উত্তর উত্তর সংগঠনটি এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন সেই কামনা রইল। বি.ছা.স ভৈরব এগিয়ে যাক, বেঁচে থাকুক আপামর ভৈরববাসীর হৃদয়ে।

রফিকুল ইসলাম
প্রতিষ্ঠাতা সম্মানিত সদস্য
বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ, ভৈরব।

পড়তে ভাল্লাগেনা

পড়তে ভাল্লাগেনা– এ কথাটি খুব শোনা যায়। পড়াশোনায় অমনোযোগী, মনে থাকে না, অস্থিরতা, লেখাপড়া নিয়ে টেনশন, পড়তে বসলে ঘুম আসে, ক্লাসে অনুপস্থিত থাকা, পড়াকে এড়িয়ে যাওয়া প্রভৃতি নানা সমস্যায় জর্জরিত ছাত্র-ছাত্রীরা। পড়তে ভালো না লাগার পেছনে অসংখ্য কারণ রয়েছে। কিন্তু বেশিরভাগ ছেলেমেয়েই এসব কারণে কোন সমাধান পায় না। আবার পড়ুয়া না হলে ফলাফলও ভালো করা যায় না। অন্য দিকে শিক্ষার্থীদের নিত্যসঙ্গী মোবাইল ফোন, পড়াশোনার জন্য বেশি চাপও দেওয়া যাবে না। পড়তে না ভাল্লাগলে অভিভাবকরা চিন্তায় পড়ে যায়। পড়াশোনা ভালো না লাগার কারণ খুঁজে পাওয়া গেলে এর সমাধানও সহজ হয়।

পড়ার কোন শেষ নেই। ছাত্রজীবনের পড়া চুকিয়ে কর্মস্থলে গেলেও পড়তে হয়। এছাড়া রয়েছে বিসিএসসহ সকল নিয়োগের জন্য পড়া। পড়া যত কঠিনই হোক পড়তে তো হবেই। পড়া যত কঠিন হোক, এক কী সহ্য করা যায় না। মনোযোগ প্রয়োগ করার ক্ষমতা সবারই আছে। পরীক্ষার আগে সবারই পড়াশোনায় মনোযোগ আসে। পড়াশোনায় আগ্রহ সৃষ্টি এক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, আগ্রহ সৃষ্টি করা খুব একটা কঠিন বিষয় না।

অন্য ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেদের স্মার্টনেস করতে পারলেও পড়াশোনায় নিজেকে সমৃষ্টি করতে সহজে পারে না। এজন্য বেকায়দায় পরে যায় তারা। লেখাপড়ায় নিজেকে স্মার্ট করা অর্থাৎ ভালো করার জন্য প্রথমেই পড়া ভালো না লাগার কারণগুলো আবিস্কার করতে হবে।

পড়তে ভাল্লাগে না এর কারণ:

* পড়া মনে থাকে না * ছাত্রজীবনে না বলা * আত্মবিশ্বাসের অভাব * নিরাপদ পড়াশোনা
* মনোযোগের ঘাটতি * স্মৃতিশক্তির দুর্বলতা * পড়াশোনায় উৎসাহের অভাব * ইচ্ছাশক্তির দুর্বলতা
* পড়তে বসে ক্লান্তিবোধ করা * প্রতিকুল পরিবেশে পড়া * কঠিন ও পরিকল্পনার অভাব * অতিরিক্ত আড্ডা
* টেনশন করা * পড়ার সময় ঘুমানো * প্রতিদিন না পড়া * পরীক্ষা ভীতিতে আসক্ত হওয়া
* সফলতার স্বপ্ন না দেখা * সময়কে মূল্য না দেওয়া * মাদকাসক্ত হওয়া * অবহেলা ও উদাসীনতা
* মনোদৈহিক অসুস্থতা * চিন্তা শক্তির স্বল্পতা * মোবাইলের সঙ্গে বসবাস * পড়া না বুঝে শেখা
* পড়ার সময় রাজ্যের চিন্তা করা * ক্লাসে অনুপস্থিত থাকা * মন খারাপ থাকা
* চেষ্টায় ত্রুটি থাকা * মিথ্যা কথা বলা * পরামর্শ ও উপদেশের ঘাটতি * অসচেতন থাকা
* মাথা গরম থাকা * সৃজনশীলতা নিস্তেজ হওয়া

উপরিউক্ত শব্দগুলো কারণই একজনের মধ্যে থাকবে না। যে কয়টাই থাকুক না কেন শিক্ষার্থী এজন্য ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে– এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। এসব কারণের প্রতিকার জানতে পারলে ছাত্র-ছাত্রীরা দিন দিন পড়ার দিকে ধাবিত হবে। পড়তে ভাল্লাগে না এর কারণ জানার পর কারণগুলোর সমাধান জানতে হবে। আবার শুধু জানলেই হবে না, বাস্তবায়নও করতে হবে।

পড়তে ভালো লাগার উপায়:

* ছাত্র জীবনে হ্যাঁ বলতে পারা * ভেতরের শক্তিকে জাগ্রত করা * আত্মবিশ্বাস অর্জন করা
* সচেতন ছাত্র ও সাহসী হওয়া * আনন্দের সাথে পড়া * পড়াশোনায় মনোযোগী হওয়া
* সৃজনশীল ও ব্যক্তিত্ববান হওয়া * ইচ্ছাশক্তি জাগ্রত করা * মেধাবীদের জীবনী পাঠ করা
* স্মৃতিশক্তির উন্নয়ন করা * দেহ-মনকে সুস্থ রাখা * রুটিনমাফিক পড়া
* অনুপ্রেরণা ও পুরস্কার পাওয়া * মনে রাখার ক্ষমতা বাড়ানো *অটো সাজেশন চর্চা করা
* পড়ার ফাঁকে ফাঁকে বিশ্রাম নেওয়া * মেডিটেশন চর্চা করা * ইতবাচক অভ্যাস গড়ে তোলা
* পড়াশোনায় অ্যাকশন প্ল্যান * ভালো ফলাফল করার কৌশল জানা

* ভালো ছাত্রের গুণাবলি অর্জন করা * টেনশনমুক্ত জীবন গড়া
* বদঅভ্যাস ত্যাগ করা * জীবনের লক্ষ্য ঠিক করা
* পড়ার সময় ঘুমকে নিয়ন্ত্রণ করা * পরীক্ষাভীতি দূর করা
* বুদ্ধি বা আইকিউ বাড়ানো * সময়কে মূল্য দেওয়া
* মেধাবী ছাত্র হবার বাধা দূর করা * সফল হওয়ার স্বপ্ন দেখা
* চিন্তাশক্তির অধিকারী হওয়া * পরিবেশ অনুকূল করা
* অতিরিক্ত আড্ডা বন্ধ করা * অবহেলা ও উদাসীনতা দূর করা
* মোবাইলের ব্যবহার কমানো * নিয়মিত ক্লাস করা

পড়তে ভালো লাগার এসব গুণাবলি অর্জন করতে পারলে পড়তে ভাল্লাগেনা রোগটি সহজেই দূর হয়ে যাবে। এতে করে মন ইতিবাচক হবে এবং পড়াশোনা আনন্দময় হয়ে উঠবে। দ্রুতই আপনি মেধাবী ছাত্রদের তালিকায় স্থান পাবেন। পড়াশোনা নামক শব্দটি কঠিন লাগলে আজ থেকেই আপনি একে সহজ ও আনন্দময় করার জন্য উপরিউক্ত বিষয়গুলো নিজের মধ্যে নিয়ে আসুন। চেষ্টা চালিয়ে যান। সফলতা আপনাকে ধরা দিবেই।

মো. শহীদুল্লাহ
সম্মানিত সদস্য
বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ, ভৈরব
ও
সহকারি অধ্যাপক
রফিকুল ইসলাম মহিলা কলেজ, ভৈরব

* ভালো ছাত্রের গুণাবলি অর্জন করা * টেনশনমুক্ত জীবন গড়া
* বদঅভ্যাস ত্যাগ করা * জীবনের লক্ষ্য ঠিক করা
* পড়ার সময় ঘুমকে নিয়ন্ত্রণ করা * পরীক্ষাভীতি দূর করা
* বুদ্ধি বা আইকিউ বাড়ানো * সময়কে মূল্য দেওয়া
* মেধাবী ছাত্র হবার বাধা দূর করা * সফল হওয়ার স্বপ্ন দেখা
* চিন্তাশক্তির অধিকারী হওয়া * পরিবেশ অনুকূল করা
* অতিরিক্ত আড্ডা বন্ধ করা * অবহেলা ও উদাসীনতা দূর করা
* মোবাইলের ব্যবহার কমানো * নিয়মিত ক্লাস করা

পড়তে ভালো লাগার এসব গুণাবলি অর্জন করতে পারলে পড়তে ভাল্লাগেনা রোগটি সহজেই দূর হয়ে যাবে। এতে করে মন ইতিবাচক হবে এবং পড়াশোনা আনন্দময় হয়ে উঠবে। দ্রুতই আপনি মেধাবী ছাত্রদের তালিকায় স্থান পাবেন। পড়াশোনা নামক শব্দটি কঠিন লাগলে আজ থেকেই আপনি একে সহজ ও আনন্দময় করার জন্য উপরিউক্ত বিষয়গুলো নিজের মধ্যে নিয়ে আসুন। চেষ্টা চালিয়ে যান। সফলতা আপনাকে ধরা দিবেই।

মো. শহীদুল্লাহ
সম্মানিত সদস্য
বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ, ভৈরব
ও
সহকারি অধ্যাপক
রফিকুল ইসলাম মহিলা কলেজ, ভৈরব

প্রিয়জন নাকি প্রয়োজন ?

আমি আপনার কী ?

'প্রিয়জন' কথাটিতে কতো মধুরতা জড়িয়ে আছে। কতো গভীর ভালোবাসা জড়িয়ে আছে। স্নেহ, মমতা, শ্রদ্ধায়, আলিঙ্গনে জড়িয়ে থাকা একটি শব্দ। 'প্রিয়জন' শব্দটি শুনতেই ভালো লাগা কাজ করে মনের গভীরে। মনে হয় আমি তার কাছে এতোটাই আপন। এটা ভাবতেই মনভরে যায়। যখন কেউ আমাকে বলে আপনি আমার প্রিয়জন। তবে প্রিয়জন এর একটা সীমাবদ্ধতা আছে। প্রিয়জন হলে তাকে কোনো রকম কাজে লাগানো যায় না। তাকে ভালোবেসে, স্নেহ-মমতা, শ্রদ্ধা দিয়ে মনের এক কোনে সযতনে রেখে দেওয়া ছাড়া কোনো কাজ থাকে না। শুধুমাত্র বছরে দু'চারটে অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত হওয়া। তারপর আমরা সকলেই কিছু সময়ের জন্য দু'চোখ বন্ধ রাখি এবং চিন্তা করি যে আলমারিতে সযত্নে গুছিয়ে রাখা দামী পাঞ্জাবী-পায়জামা, প্যান্ট-শার্ট, স্যুট-কোট, দামী শাড়ি, গহনা আরো যা কিছু আছে এইসব কিছু আমরা অনেক কষ্ট করে গড়ে থাকি। আবার বলেও থাকি জিনিসগুলো আমার খুব প্রিয় এবং খুব পছন্দের। এই জিনিসগুলো দিনের পর দিন আলমারির তাকে সাজিয়ে রাখা হয়। হঠাৎ যদি কখনো কোনদিন কোনো রকম নেমন্তন্ন আসে তবে সেইগুলো বের করে ব্যবহার করা হয়। আর না হয় প্রতিনিয়ত এতো সব দামী কাপড়-চোপড়, অলংকার আমরা পরিধান করি না। আর যখন পরিধান করে থাকি, তখন নিজেদের সৌন্দর্যকে বর্ধন করার জন্যই করে থাকি। এটা কিন্তু নিজেদের সৌন্দর্যকে আরো সুন্দর করে ফুটিয়ে তোলার জন্যই এই কাজটি করে থাকি। যখন নিজেদের সৌন্দর্যকে আরো সুন্দর করে ফুটিয়ে তোলে আমাদের প্রয়োজন মেটায় তখন এটা আমার কাছে প্রিয় জিনিস বলে মনে হয়।

একটু সূক্ষ্মচিন্তা করলেই বুঝা যায় যে, 'প্রিয়জন' কথাটির সাথে কেমন যেনো পৃথিবীর সকল প্রয়োজনের হৃদ্যতা একান্তভাবে জড়িয়ে আছে। কোনভাবেই একটা থেকে আরেকটা আলাদা করার সুযোগ নেই। আর পৃথিবীর শুরুর লগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত একই নিয়মে চলে আসছে মানুষের প্রয়োজন। আর চলতেই থাকবে। যেমন জন্মের সময় থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের বিভিন্ন চাহিদা তাকে জড়িয়ে বেড়ায় ঠিক তেমনি প্রয়োজনও একটার পর একটা সামনে এসে ভীড় করে। তাই ঐ প্রয়োজনগুলোকে কেউ না কেউ মিটানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আর যে মানুষ প্রয়োজন মিটাতে সক্ষম হচ্ছে সেই হচ্ছে ঐ মানুষের কাছে প্রিয়জন, আর যে প্রয়োজন মিটাতে পারছে না সে কখনোই কারো কাছে প্রিয়জন হয়ে উঠতে পারে না। তাই যদি কখনো কাউকে বলা হয় যে, এখানে ৫টি ফলের নাম লেখা আছে এদের মধ্যে তোমার প্রিয়ফল কোনটি নিশ্চয়ই ঐ ব্যক্তি দুটি বা তিনটি ফলের নাম বলবে না। আর বললেও সঠিক হবে না। কারণ সবগুলি ফলই তার মনের চাহিদা বা প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হয়না। হয়েছে যে কোন একটি, তাই সে একটি ফলের নামই বলবে। তাহলে বুঝা যায়, যে ফলটি তার প্রয়োজন মিটিয়েছে সে ফলটাই তার জন্য প্রিয়। যদি কাউকে প্রশ্ন করা হয় যে তোমার প্রিয় কবি বা লেখকের নাম কি ? সে কিন্তু একজন কবি বা লেখকের নামই বলবে, কারণ একজন কবি বা লেখকই তার মনের চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হয়েছেন। যদি কাউকে প্রশ্ন করা হয় যে সাতটি রঙের মাঝে কোন রঙটি তোমার প্রিয় ? নিশ্চয় সে যে কোনো একটি রঙের নাম বলবে। কারণ সব রঙ, সব ফুল, সব পাখি, সব গাছ, সব মা ছ কোনো মানুষের কাছে প্রিয় হতে পারে না। তাই যে রঙ, ফুল, ফল, পাখি, গাছ, মাছ তার মনের প্রয়োজন মেটায় সেটাই তার কাছে প্রিয় বলে গণ্য হয়ে থাকে।

'প্রয়োজন' কথাটির সাথে কেমন যেনো চাওয়া-পাওয়া, আনন্দ-বেদনা, সুখ-দুঃখ ছোট ছোট দীর্ঘশ্বাস আরো কতো কি জড়িয়ে আছে। এই কথাগুলি কেমন জানি মনে হয়। আবার আমরা দু'চোখ বন্ধ করি এবং একটু ভাবি সেই সকালবেলা ঘুম থেকে জেগে দাঁতের জন্য ব্রাশ-পেস্ট, টিস্যু পেপার প্রতিনিয়ত পরিধান করার জন্য কাপড়-চোপড়, বাসন-কোশন, হাড়ি-পাতিল, চুলা-চাকি, টয়লেটে ব্যবহৃত লোটা, ঘটি যা কিছু আমাদের প্রতিদিনের রুটিনে ব্যবহার করা হয়ে থাকে সকল জিনিস পত্তগুলো আমাদের জীবনে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িয়ে আছে। তার সবকিছুই প্রয়োজনের তাগিদে হয়ে থাকে। পৃথিবীতে এমন কোনো কাজ হয়টি বা ঘটেনি যা একেবারেই প্রয়োজন ছাড়া। তাই প্রিয়জনের চেয়ে প্রয়োজনটাকেই আমরা প্রাধান্য দিয়ে থাকি বেশি। মূলত সকল প্রয়োজনই প্রিয়জনের পিছনে কাজ করে। তাই একটু ভাবি আমি কি আপনার প্রিয়জন নাকি প্রয়োজন ?

ওয়াহিদ চৌধুরী সৈকত
সম্মানিত সদস্য
বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ, ভৈরব।

বি.ছা.স একটি অনুভূতির নাম

বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ, ভৈরবের একটি ঐতিহ্যবাহী সংগঠন। ১৯৮২ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে এই সংগঠনের হাত ধরে অনেক জ্ঞানী, গুণী ও সৃজনশীল মানুষ তৈরি হয়। আমি ১৯৯৩-৯৪ সেশনে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর বিছাসের সদস্য হয়েছিলাম। সংগঠনটির সদস্য হওয়ার পর থেকে আমি বড় ভাইদের পিছনে থেকে বিছাসের প্রতিটি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করার চেষ্টা করি। তখন বিছাসের সম্মানিত সদস্যদের মধ্যে খবির ভাই, মরহুম মনসুর ভাই, আপন ভাই এবং কাউসার ভাই আমাকে সংসদের কার্যক্রমে অংশগ্রহণের ব্যাপারে বিশেষভাবে অনুপ্রেরণা যোগায়। পরবর্তীতে বিছাসের প্রচার সম্পাদক, সাংগঠনিক সম্পাদক, সাধারণ সম্পাদক এবং সভাপতি নির্বাচিত হয়। বিছাসে আসার পর যে ব্যাপারটা আমাকে আকৃষ্ট করে সেটা হল বড় ভাইদের ভালবাসা ও আন্তরিকতা। বিছাসের কার্যক্রম চালাতে গিয়ে যখনই কোনো সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি তখনই বড় ভাইদের আন্তরিকতা পেয়ে আমি মুগ্ধ হয়েছি।

আমি বিছাস থেকে শিক্ষা পেয়েছি আন্তরিকভাবে, চেষ্টা করতাম কিভাবে কাজে সম্পন্ন হওয়া যায়। আমাদের সময় বিছাসের কার্যক্রমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল মেধাবীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণী, বৈশাখী মেলা, ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবসের ম্যারাথন দৌড়, ২১শে ফেব্রুয়ারি চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা। আমার এখনও মনে পড়ে যখন আমি সাধারণ সম্পাদক বিছাস ১৯৯৬-৯৭ সালে তখন মোবাইল ছিল না আর বিজয় দিবসের ম্যারাথন দৌড় শুরু হত ভোর বেলায়, তাই এই প্রোগ্রামের স্বার্থে আমরা কয়েকজন বিছাসের কার্যালয়ে না ঘুমিয়ে সারা রাত কাটিয়ে দিতাম। সারা রাত না ঘুমিয়ে ও বিজয় দিবসের কার্যক্রম শেষ করে আমরা বিছাসে এসে আড্ডা দিতাম। তখন বড় ভাইদের মধ্যে মনসুর ভাই, খবীর ভাই, আপন ভাই, মাসুদ রানা ভাই, মনির ভাই, কাউসার ভাই, কাজী মাসুম ভাই, তপন ভাই, জিয়া ভাই আমাদেরকে সব ব্যাপারে সহযোগিতা করতেন। ঢাকায় পড়াশোনার ফাঁকে ভৈরবে এসে যে সময়টুকু থাকতাম খাওয়া-দাওয়া বাদে পুরোটা সময় সংসদে থাকতাম। এখনও আমার তখনকার সুন্দর সময়গুলো চোখের সামনে ভেসে উঠে। সুন্দর সময় সংসদে পার করে এসেছি চিন্তা করতে মন খারাপ হয়ে যায়। আবার যদি সেইসব সময়ে ফিরে যেতে পারতাম। একটি ঘটনা এখনও আমার মনে পড়ে বাংলাদেশ ক্রিকেট টিম যখন আইসিসি ট্রফি জয়লাভ করে তখন আমরা বিছাসের কার্যালয় থেকে বাংলাদেশের পতাকা আর রং নিয়ে সারা বাজারে বিজয় মিছিল করি। বিশেষ করে ঐদিন মনসুর ভাইয়ের উচ্ছ্বাস ছিল দেখার মত। আজকেও আমার মনে পড়ে সেই দিনের কথা। কত মধুর স্মৃতি এই বিজয়কে নিয়ে বলে শেষ করা যাবে না। বিশেষ করে ১লা বৈশাখের ২-৩ দিন আগে থেকেই বিছাস কার্যালয়ে এতটা উৎসবের আমেজ বিরাজ করত, ১লা বৈশাখের দিন সকাল বেলার র‍্যালি ছিল দেখার মত। আর আমাদের সময় ঈদের পরে যে ঈদ পুনর্মিলনী, নবীন বরণ ও ভাবী বরণ হত সেটা অনেক জাকজমকভাবে অনুষ্ঠিত হতো। সেই প্রোগ্রামে নতুন ভাবীদের পারফরম্যান্স সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতো। আর সবশেষে আমি বিছাসের সম্মানিত সদস্যদের মধ্যে মরহুম মনসুর ভাই, মরহুম জিন্নাহ কাকা, ছোট ভাই মরহুম বকুল, মেজর নজীর আহমেদ বকশী, ছোট ভাই বাপ্পী, ছোট ভাই মোয়াজ্জেম সহ যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের আল্লাহ তায়ালা যেন জান্নাতবাসী করেন। সেই জন্য সবার কাছে দোয়া প্রার্থনা করছি।

মোঃ আরিফুল ইসলাম সুজন
সাবেক সভাপতি
বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ, ভৈরব

বাংলা ভাষার মধ্যে বিদেশি শব্দ ব্যবহারে জরিমানা

গল্পটি গত শতকের। আনিসুজ্জামান স্যার এর গ্রন্থে পড়েছিলাম। মনেপ্রাণে বাঙালি, এমন বিদ্বানগণ একটা সমিতি করেছিলেন। তাঁরা নিয়ম করেছিলেন, তাঁদের সভায় যে-কেউ বাংলা বাক্যে একটা ইংরেজি শব্দ বললে, তাঁকে এক পয়সা জরিমানা দিতে হবে। বাংলা ভাষা নিয়ে সে সময়কার বিদ্বানদের এমন আলোচনা পড়ে আমি উদ্দীপ্ত হই।

যাঁরা বাংলাকে ভালোবাসেন তাঁরা যদি আচার-আচরণ, কথা-বার্তায়, কাজ-কর্মে শুধু বাংলাকে অবলম্বন করেন তাহলে এ ভাষার মর্যাদা অনেক বৃদ্ধি পাবে। আমাদের সে সুযোগও আছে। কারণ, বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডার অনেক সমৃদ্ধ, তার ওপর দখল থাকলে ভাবপ্রকাশের ক্ষেত্রে বিদেশি ভাষার মিশ্রণের প্রয়োজন নেই।

বাংলাদেশের স্বীকৃত কয়েকটি অভিধান পর্যালোচনা করে প্রতীয়মান হয়েছে, জ্ঞানেন্দ্রমোহণ দাসের অভিধানে বাংলা ভাষার পঁচাত্তর হাজার শব্দ আছে। এ দেশের গ্রাম্য বা আঞ্চলিক ভাষার শব্দ সংগ্রহের চেষ্টা করেছিল বাংলা একাডেমি। এতে দেড় লক্ষের বেশি শব্দ সংগৃহীত হয়েছে। বাংলা একাডেমি বিবর্তনমূলক অভিধানে শব্দের সংখ্যা প্রায় এক লাখ পঁচিশ হাজার। বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক বাংলা অভিধানে শব্দের সংখ্যা তিয়াত্তর হাজার দুশো উনআশিটি। রয়েছে শব্দগুলোর অভিধান। তথ্যপ্রযুক্তি বিপ্লবের পর যে-সব শব্দ দৈনন্দিন ভাষায় যুক্ত হচ্ছে সেগুলোকে গুরুত্ব দিয়ে বাংলা একাডেমির আধুনিক বাংলা অভিধান প্রকাশিত হয়েছে ২০১৬ সালে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে ব্যবহৃত বিদেশি শব্দের অভিধানও রয়েছে ১৫টির অধিক। ধারণা করা যায়, সবমিলিয়ে বাংলা ভাষায় মোট শব্দ সংখ্যা প্রায় চার লাখ।

কোনো লোকই তার ভাষার সব শব্দের সঙ্গে পরিচিত হতে পারে না। ইংরেজি ভাষায় প্রায় সাড়ে পাঁচ লাখ শব্দ সব মিলিয়ে থাকলেও শেকসপিয়ার নাকি তাঁর নাটকগুলোয় ১৫ হাজারের বেশি শব্দ ব্যবহার করেননি। বাংলা ভাষার সমৃদ্ধি ও বিস্তারে এ দেশের অনেক পন্ডিত উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন, পরিভাষা প্রয়োগ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা ভাষায় অনেক নতুন শব্দ প্রয়োগ করেছিলেন। কিছু ইংরেজির অনুবাদ করে, কিছু পুরনো শব্দ বা ধাতুর ওপর কারুকর্ম করে। কিন্তু বর্তমানে পরিভাষা প্রণয়নের তেমন কোনো উদ্যোগ নেই। বিদেশি ভাষা, বিশেষ করে ইংরেজি শব্দ-বাক্যকে বাংলা বর্ণমালা দিয়ে লেখার প্রবণতা অনেক বেশি। এ ধারায়, অনেক প্রচলিত বাংলা শব্দকে বাদ দিয়ে ইংরেজি শব্দের প্রতিবর্ণীকরণ করে বাংলা ভাষায় প্রয়োগ করা হচ্ছে।

এক সময়, বাংলা ভাষায় সংস্কৃত শব্দ ঢোকানোর প্রবণতা একটা বিশেষ গোষ্ঠীর ছিল। কেউ কেউ মনে করেন, আরবি, ফারসি শব্দ বাংলার মধ্যে ঢুকিয়ে অন্যগোষ্ঠী সেটার প্রতিশোধ নিয়েছে। অতি সম্প্রতি বাংলা ভাষায় ইংরেজি শব্দ-বাক্য ঢোকানোর প্রবণতা অধিক লক্ষ করা যায়। শব্দশৈলির ন্যূনতম বিধি ছাড়াই এ ভাষায় ইংরেজি শব্দ-বাক্য যুক্ত হচ্ছে। চলচ্চিত্র-নাটক, গল্প-উপন্যাস, কবিতা-কাব্যগ্রন্থ, প্রবন্ধ-সংকলন-সাময়িকীর শিরোনামেও দেখা যায় বাংলা-ইংরেজি শব্দ-বাক্যের আধিক্য ও প্রতিবর্ণীকৃত প্রয়োগ। উপরন্তু প্রতিবর্ণীকৃত শব্দের সাথে বাংলার আ কার, ই কার, উ কার বসিয়ে যত্রতত্র পরিবর্তন করা হচ্ছে শব্দের উচ্চারণ। ফলে ব্যত্যয় ঘটছে অর্থের–একই শব্দের বিভিন্নরূপ প্রয়োগ ঘটছে মাত্রাতিরিক্ত। উপরন্তু, শব্দের খন্ডাংশ ব্যবহার করে তৈরি হচ্ছে নতুন শব্দ। সমস্যা থেকে যাচ্ছে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত কৃতঋণ শব্দের আত্মীকরণের প্রকৃতি, নিয়ম ও বহুবিধ প্রক্রিয়া নিয়েও। ভাষাবিজ্ঞানী ও ব্যাকরণবিদরাও এ সকল বিষয়ে ঐকমত্য প্রকাশ করছেন না।

এ কথাও স্বীকার্য, বিশ্বের কোনো ভাষাই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় বরং তার ওপর রয়েছে অন্যান্য ভাষার প্রভাব। বাংলা ভাষায়ও বহু বিদেশি ভাষার শব্দ আত্মীকৃত হয়েছে। এ ভাষার শব্দভাণ্ডারে যুক্ত হয়েছে অনেক পরিভাষা। বাংলা একাডেমিকে কেন্দ্র করেই বাংলাদেশে পরিভাষার চয়ন ও সংকলন। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা প্রয়োজন, প্রতিবর্ণীকরণ (এক ভাষার শব্দ অন্য ভাষার বর্ণে লিখন বা লিপ্যন্তরীকরণ) ও পরিভাষা এক নয়। যে সব বিদেশি শব্দের প্রচলিত বাংলা শব্দ, প্রতিশব্দ

বা অর্থবোধক শব্দ আছে সেগুলোর ক্ষেত্রে প্রতিবর্ণীকরণ কাম্য নয়। কখনো কখনো প্রতিবর্ণীকৃত শব্দ পরিভাষিত শব্দ হিসেবেও গৃহীত হতে পারে। যেমন, ইন্দোনেশিয়ার পরিভাষার ক্ষেত্রে মূল ইংরেজি শব্দের প্রতিবর্ণীকরণ বেশি হয়েছে। বাংলা ভাষায় বিদেশি শব্দ ব্যবহারের বিদ্যমান নিয়মনীতি সমৃদ্ধ নয়। এটি প্রকারান্তরে মাতৃভাষার মধ্যে বিদেশি ভাষা প্রয়োগে উৎসাহ দিচ্ছে। বাংলা ভাষার প্রচলিত শব্দকে বাদ দিয়ে যত্রতত্র বিদেশি শব্দ বাংলা বর্ণ দিয়ে লেখার আইনগত বাঁধা-বিপত্তিও নেই। যে সব নতুন ভাষা ও শব্দ বাংলাভাষীর সামনে আসছে সেগুলোর সময়োচিত বাংলা পরিভাষাও ভাষাপ্রেমির সামনে নেই। বাস্তবে, প্রতিবর্ণীকরণের প্রয়োজন আছে কি না, থাকলে কখন, কীভাবে প্রয়োগ করতে হবে সে বিষয়েও সর্বজনীন নির্দেশনা নেই। যোগ্যতা বা মর্যাদা রক্ষার স্বার্থে বিশেষ কোনো উদ্যোগ না থাকার ফলে বাংলা ভাষায় অনাকাঙ্ক্ষিত শব্দ ও বাক্যের অনুপ্রবেশ একটি স্বাভাবিক নিয়মে পরিণত হয়েছে। যা বাংলা ভাষার মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য কাম্য নয়।

চীন দেশে আইন আছে, সে দেশের ভাষার মধ্যে কোনো বিদেশি ভাষার শব্দ-বাক্য মিশিয়ে ব্যবহার করা যাবে না। জাপানি সরকার ভাষা প্রয়োগে জনসচেতনার পাশাপাশি রাষ্ট্রীয়ভাবে বিভিন্ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য তাদের ভাষা চর্চা, সংরক্ষণ এবং উৎকর্ষের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে। আমাদের দেশে ১৯৮৭ সালে বাংলা ভাষা প্রচলন আইন এবং ২০১২ ও ২০১৪ সালে সর্বস্তরে বাংলা ভাষার প্রচলন ও শুদ্ধ প্রয়োগের আইন বা হাইকোর্ট এর রুল জারি হয়েছে। এ সব আইন-বিধি বাংলা হরফ দিয়ে বিদেশি শব্দ-বাক্য লেখা প্রতিরোধের জন্য যথাযথ নয়।

শুধু দেশপ্রেম ও জনসচেতনার ওপর নির্ভর করে বাংলা ভাষা নির্বাসনের বর্তমান মাত্রা ও প্রকৃতিকে থামানো সম্ভব নয়। বাংলার মধ্যে (আত্মীকৃত শব্দের অভিধান ও অন্যান্য অভিধানে স্বীকৃত শব্দ ছাড়া) যত্রতত্র বিদেশি ভাষার শব্দ-বাক্য প্রয়োগ ও বিদেশি শব্দের প্রতিবর্ণীকরণ ঠেকাতে বিধি-নিষেধ আরোপ করা প্রয়োজন। বিদেশি ভাষার ব্যবহার অপরিহার্য হলে তা কীভাবে প্রয়োগ করতে হবে তার জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ নিয়ম-বিধি থাকাও বাঞ্ছনীয়। যদি এমন আদেশ জারি হত, কেউ বাংলা বাক্যে বিদেশি শব্দ লিখলে তাকে প্রতিটি বিদেশি শব্দের জন্য জরিমানা দিতে হবে, তাহলেও বাংলার মর্যাদা বৃদ্ধি পেত। গৌরবান্বিত হত ভাষা শহিদদের আত্মত্যাগ ও রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি। বাংলা ভাষার রক্ষণাবেক্ষণ, উৎকর্ষ ও মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য সচেতনতামূলক উদ্যোগও প্রয়োজন। প্রয়োজন, ভাষাবিজ্ঞানীদের সাথে অন্যান্য পেশাজীবী শ্রেণির অংশগ্রহণ নিয়ে অধিক গবেষণা।

ড. মুহম্মদ মনিরুল হক
সাবেক সাধারণ সম্পাদক
বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ, ভৈরব
ও
শিক্ষা ও উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ

সৃজনশীল আনন্দে ব্যাংকিং!

সৃজনশীলতা একটি আনন্দময় অধ্যায়। জীবনের নানা পর্বে সৃষ্টিশীল আয়োজন আমাদের উদযাপনগুলোকে উদ্ভাসিত করে বর্ণিল ও বর্ণাঢ্য মহিমায়। ব্যাংকিং আঙ্গিনায় সৃজনশীল কর্মসমূহ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রধান কার্যালয় কর্তৃক কর্পোরেট চরিত্রে পরিচালিত হয়। উপরন্তু শাখা লেবেল থেকে বড় কোনো সৃজনশীল আয়োজন অনেকটাই দুঃসাধ্য। তবে দেশের চতুর্থ প্রজন্মের আর্থিক প্রতিষ্ঠান এনআরবি কর্মাশিয়াল ব্যাংকের বর্তমান পরিচালনা পরিষদ এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ও সহনশীল। ব্যাংকের সম্মানিত চেয়ারম্যান মানবিক ও দূরদর্শী নেতৃত্বের পুরোধা তমাল পারভেজ স্যারের উৎসাহে ও দিক নির্দেশনায় কর্মীদের সৃষ্টিশীল ভাবনায় ও কর্মে ইতিমধ্যে ব্যাংকটি দেশের আর্থিক আঙ্গিনায় নিজস্ব শক্তি ও সম্ভাবনার আভা ছড়িয়েছে। দেশব্যাপী বর্তমানে শাখা, উপশাখা, সাব-রেজিষ্ট্রি বুথ, পল্লী বিদ্যুৎ কালেকশন বুথ, বিআরটিএ কালেকশন বুথ ও পার্টনারশিপ ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ব্যাংকটি প্রায় ৯০০ সার্ভিস পয়েন্টের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বৃহৎ পরিসরে ব্যাপকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বন্দরনগরী ভৈরবে এনআরবিসি ব্যাংকের একটি মূল শাখা রয়েছে। ভৈরব শাখার অধীনে ভৈরববাজার উপশাখাসহ সরারচর, আশুগঞ্জ, সরাইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও আখাউরা উপশাখা ও ১৭ সাব রেজিষ্ট্রি অফিসের বুথে ব্যাংকি সেবা চলমান রয়েছে। ব্যাংকিং মূল কার্যক্রম ডেভিট-ক্রেডিটের বাইরে গিয়ে ভৈরবে এনআরবিসি বিভিন্ন মানবিক ও সৃজনশীল কর্মকান্ডে আলোড়িত করেছে ব্যাংকিং আঙ্গিনাকে। তন্মধ্যে (১) দুই হাজার বিশ সালের বছরের প্রথম দিনে 'হিসাব ১০০, ব্যাঙ্কি ১০০, টাকাও ১০০ লাখ' শিরোনামে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উদযাপন (২) দুই হাজার একুশ সালে পচিশে মার্চে ৫০ জন বীর মুক্তিযোদ্ধাকে বিশেষ সম্মাননা সহ 'হিসাব ৫০, আমানত ৫০ লাখ, বিনিয়োগ ও ৫০ লাখ' শিরোনামে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তি উদযাপনে 'পঞ্চাশের ব্যাংকিং' কার্যক্রম (৩) পবিত্র ঈদ উল ফিতরের দিন পথশিশু, দুস্থ ও ভাসমান অসহায় মানুষের মাঝে ঈদ সেলামী বাবদ নতুন টাকা বিতরণ কর্মসূচি (৪) ২০২১ সালের ১৫ আগস্টে জাতীয় শোক দিবস পালনে মাদ্রাসা ও এতিমখানার শিক্ষার্থীদের মধ্যে বঙ্গবন্ধুকে পৌঁছে দেওয়া এবং বঙ্গবন্ধুকে তাদের মননে স্থান করে দেওয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশের পতাকা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনালেখ্য গ্রাফিক নভেল 'মুজিব', দুপুরের খাবার, চকলেট ও ঠান্ডা পানীয় বিতরণের ব্যতিক্রমী আয়োজন (৫) গত ২৯ সেপ্টেম্বর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৫তম জন্মদিনে ভৈরবে ঐদিন জন্মগ্রহণকারী ৫৩জন নবজাতক শিশুকে ব্যাংকের পক্ষ হতে বিশেষ উপহার প্রদান কর্মসূচি (৬) ২০২২ সালের প্রথম কার্যদিবসে নিম্নবিত্তের ৫১ জন শ্রমজীবি মানুষকে বিশেষ সম্মাননার মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্তিকরণে 'শতকের পথে স্বদেশের বর্ণিল যাত্রা' শিরোনামে আয়োজন (৭) মহান ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ভাষা সৈনিকদের সম্মাননা ও (৮) অদম্য বাঙালির সর্বশেষ অর্জন, বাংলাদেশের এই মুহূর্তে শ্রেষ্ঠ ব্যান্ডিং পদ্মা সেতুর ২৫ জুন উদ্বোধন উদযাপনে ২৫ রকমের দেশীয় ফল খাওয়ার কর্মসূচি আয়োজন শুধু ভৈরবে অঞ্চলে নয় সারাদেশের ব্যাংকিং এরিয়াতেই অন্যতম সাড়া জাগানো আয়োজন ছিল। এছাড়া ব্যাংকের প্রতিশ্রুতিশীল সম্মানিত চেয়ারম্যান তমাল পারভেজ স্যারের ৫০ তম জন্মদিন উদযাপনে গ্রাহকদেরকে মিষ্টি মুখ করানো সহ ৫ জন এতিম শিশুকে অন্ন ও বস্ত্র প্রদান, গত হেমন্তে শাখায় শতাধিক গ্রাহকদেরকে নিয়ে শীতকালীন নানা ধরণের পিঠা নিয়ে বর্ণিল 'পিঠা উৎসব', শীতার্ত মানুষের মাঝে 'শীতবস্ত্র বিতরণ', পহেলা ফাল্গুনে 'বসন্ত বরণ', ইংরেজি 'নববর্ষবরণ', বঙ্গবন্ধুর ১০১তম জন্মবার্ষিকী পালন, কোভিট-১৯ পরিস্থিতিতে গ্রাহক ও সাধারণ মানুষের মাঝে মাস্ক, কোভিড শিল্ড ও করোনারোধক নানা সরঞ্জাম বিতরণ, প্রবীণ ব্যবসায়ীদের জীবনকথন মূলক প্রোগ্রাম 'ট্রানজেকশন অব লাইফ' আয়োজন, ব্যাংকিং ব্যবস্থাপনার জ্ঞান সমৃদ্ধকরণে ভৈরবের বিভিন্ন ব্যাংকের শাখা ব্যবস্থাপকদের সাথে অভিজ্ঞতা বিনিময়মূলক প্রোগ্রাম 'মিট উইথ ম্যানেজার' ও শাখায় কর্মরত কর্মকর্তাদের মাঝে ব্যাংকিং জ্ঞানের প্রসারে 'ইন হাউস ট্রেনিং', শতবর্ষী বয়সী বন্দরনগরী ভৈরবের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ও প্রতিষ্ঠানগুলো জানা ও পরিদর্শনে 'বিপুলা ভৈরব' সহ নানা আয়োজনে বিগত দিনগুলোতে মুখরিত ছিল ভৈরব বাজার শাখা চত্তর। সবমিলিয়ে তারুণ্যের আনন্দময় সৃজনশীল কর্মোদ্দমের বিনিময়ে আমরা ব্যাংকিং ট্রানজেকশনের পর্বকে সুখকর করার চেষ্টা করেছি। গ্রাহকদের ভালবাসা কিনেছি আন্তরিক সেবা আর হৃদ্যতা দিয়ে। নাগরিক জীবনের প্রাত্যহিক অংশ 'ব্যাংকিং লেনদেন' আগামীতে আরো বর্ণাঢ্য ও রঙিন হয়ে ধরা দিবে আমাদের প্রতিদিনকার সকাল-দুপুর-সন্ধ্যায়; এই প্রত্যাশায় সকলের সবটুকু সমর্থন আর সহযোগিতার মানসপটে হৃদয়মথিত কৃতজ্ঞতা ও অভিবাদন। ব্যাংকিং কর্মকান্ডে সৃজনশীলতার আরো অধিক সংশ্লিষ্টতা ডেভিড ও ক্রেডিট কার্যক্রমকে শাণিত করবে-প্রাণিত করবে এই প্রত্যাশায় জয়তু সৃজনশীলতা, জয়তু ভৈরব! জয়তু এনআরবিসি!

রকিবুল হাসান সবুজ
সাবেক সভাপতি
বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ, ভৈরব

হিন্দুকে মুসলিমের রক্তদান

সেটা ২০০৪ সালের কথা, আমি তখন নরসিংদী সরকারী কলেজে অনার্স ৩য় বর্ষের ছাত্র মাত্র। আজ থেকে মাত্র ১৩ বছর আগের কথা- অথচ মনে হচ্ছে যেন, এইতো সেদিন। না ছিল ফেসবুক, না ছিল সেলফি- বড় ভাইয়ার কাছ থেকে উপহার পাওয়া এন্টেনাওয়ালা ক্যামেরা ছাড়া একটা সিটিসেল ছিল আমার। কাজ করতাম খুব ছোট্ট পরিসরে- ভৈরবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল আমার সবকিছু। মাঝে মাঝে ভৈরবের বিভিন্ন রোগীর জন্য ভাগলপুর জহুরুল ইসলাম মেডিকেলে বা বি.বাড়িয়া অথবা কদাচিৎ ঢাকার বিভিন্ন হাসপাতালে আসা হত রক্তদাতাদেরকে নিয়ে। ভৈরবের বিভিন্ন অলি-গলিতে ফ্রি ব্লাড গ্রুপিং ক্যাম্পেইন করে রেজিস্ট্রার খাতায় সব তুলে রাখতাম। ভৈরব রাণীর বাজার শাহী মসজিদের পাশের গলির অধিবাসী নার্স খুকুমণি মাসীকে এলাকার সবাই চিনে। বিশেষ করে- গর্ভবতী মহিলাদের বাসায় উনার বেশ কদর। আমার সাথে রাস্তায় দেখা হলে বলত- কিরে ডাক্তার সাব, আমার রক্তটা কবে টেস্ট কইরা দিবি ? উনার ছেলে রতন দাদার সাথে ও বেশ ভাল বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল এলাকার ছোট ভাই হিসেবে। এই রতন দাদা একদিন আমাকে বলল- উনার শ্বাশুড়ীর জন্য এক ব্যাগ এবি নেগেটিভ রক্ত লাগবে ঢাকা মহাখালী বক্ষব্যাধি হাসপাতালে আগামীকালকের মধ্যে। তখন এক ব্যাগ এবি-পজিটিভ ম্যানেজ করাটাই খুব চ্যালেঞ্জের মত ছিল, আর নেগেটিভতো শুধু বইয়ে পড়েছি। যাই হোক- মিশন তো শেষ করতে হবে ! কয়েকটা ফ্রি ব্লাড গ্রুপিং করেও যখন কোন ফল পেলাম না- তখন মাথায় অন্য চিন্তা এল। একজনকে ফোন দিয়ে একটু আশার আলো দেখতে পেলাম মনে হচ্ছে। নরসিংদী কলেজে ক্লাস করার ফাকে ফাকে টাউন হলে রেড ক্রিসেন্টের ইউনিটে যেতাম যুব সদস্য হিসেবে বিভিন্ন প্রোগ্রামে। একদিনতো ভেলানগর বাসস্ট্যান্ডে বাসের যাত্রীদের সাথে থাকা বাচ্চাদের পোলিও টিকাও খাইয়েছিলাম। আবার জেলা স্টেডিয়ামে বিভিন্ন সময় বড় বড় টুর্নামেন্টে ভলান্টিয়ার হিসেবে যেতাম- কোন খেলোয়াড় আহত হলে স্ট্রেচার নিয়ে দৌড়ে মাঠের মাঝখান থেকে তাকে নিয়ে এসে সেবা করতাম। আবার মাঝে মাঝে পিকনিকেও যাইতাম আমরা। একদিন আমার খালাত ভাই খান জান্নাতুন নাঈম তার এক বন্ধু রেড ক্রিসেন্ট ইউনিটের যুব প্রধান তারিকুর রহমান অপুলের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। তারপর একে একে হাসান আল মামুন, মাহফুজ রহমান, তারেক আজিজ, মাজহারুল হিমেল, আশরাফ হিমেল সহ আরো অনেকের সাথে পরিচয় হয়েছে। তবে সবচেয়ে বেশি সখ্যতা হয়েছে অপুল, মামুন আর এখনকার আশরাফ হিমেলের সাথে কাজের প্রয়োজনে। যাই হোক- পরদিন সকালে রতনদাকে সাথে নিয়ে নরসিংদী রেড ক্রিসেন্টে চলে গেলাম অপুলের সাথে দেখা করার জন্য। অপুল বলল- একজন আছে এবি নেগেটিভ, আর সে হল আমার বড় ভাই বুলবুল স্যার। কিন্তু উনি অনেক ব্যস্ত- মাধবদী এসপি ইন্সটিটিউটের অংকের স্যার। সারাদিন ক্লাস-পরীক্ষা আর রাতে খাতা দেখা প্লাস টিউশানী রেখে যেতে পারবে কি না সন্দেহ! তবে তোমরা চাইলে উনার সাথে দেখা করে কথা বলতে পার। অপুলের কাছ থেকে বুলবুল স্যারের নাম্বার নিয়ে আমরা চলে গেলাম মাধবদী। ভাগ্যক্রমে সেদিন ছিল শুক্রবার, স্যারের তেমন কোন ব্যস্ততা ছিল না। তাই স্যার ও সহজে রাজী হয়ে গেলেন। তখন মাধবদী থেকে এসি বাসে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম স্যারকে নিয়ে। আমরা যখন মহাখালী হাসপাতালে পৌছাই- তখন ভরদুপুর। স্যার বললেন- আগে রোগীর সাথে দেখা করে আসি। কিন্তু রোগী দেখতে যেয়েই বিপদে পড়লাম। রতন দাদার বৃদ্ধা শ্বাশুড়ী যখন রক্তদাতার নাম জানতে পারলেন- তখন তো উনি পুরাই বেকেঁ বসলেন। উনার ভাষায়- "শেখ বেডাইতের রক্ত আমার শরীরে দুহাইতাম না।" আমিতো এত কষ্টের পর এই কথা শুনে লজ্জিত হব, নাকি অপমানিত হব- সেটাই বুঝতে পারছিলাম না। এদিকে বুলবুল স্যার আমার মুখের দিকে চেয়ে আমার অবস্থা বুঝতে পারলেন। উনি বললেন- "নজরুল, এটা খুব স্বাভাবিক। বুড়ো মানুষদের অনেক ধর্মীয় গোড়ামি থাকে, আমি কিছু মনে করিনি। তোমার এত কষ্ট পাওয়ার কিছু নেই।" এটা শুনে আমি একটু আশ্বস্ত হলাম। রক্তদাতা খুশি- তো আমিও খুশি। তারপরও একরাশ ব্যর্থতা নিয়ে হাসপাতাল থেকে বের হয়ে পাশের এক হোটেলে লাঞ্চ করতে বসলাম রতন দাদা এবং উনার আরো আত্মীয়-স্বজনসহ। খেতে খেতে সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিলাম- বুলবুল স্যার রক্তদান করবে এবং এই রক্তই উনাকে দেয়া হবে। উনারা এটাকে কোন এক হিন্দুর রক্ত বলে চালিয়ে দিবে রোগীর কাছে। সিদ্ধান্ত মোতাবেক খাওয়া শেষে বুলবুল স্যার রক্ত দান করল আর তারপর আমরা যার যার বাড়ি চলে এলাম এবং সেই রক্ত পেয়ে রোগী সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেল। তারপর মাসখানেক পর একদিন রতনদা আমাকে বললেন- নজরুল, আমার শ্বাশুড়ী তোমাকে একটা প্রোগ্রামে দাওয়াত করেছে- তোমাকে যেতেই হবে। এলাকার দাওয়াতগুলা আগে খুব সহজে এড়াতে পারতাম না। একদিন যেতেই হল রতনদার শ্বশুড় বাড়ি- বি.বাড়িয়া জেলার আশুগঞ্জ থানার সুহিলপুর গ্রামে। খাওয়া-দাওয়া শেষে বিকেলের দিকে চলে আসব এমন সময় উনার শ্বাশুড়ী ডেকে নিয়ে বললেন- "তরা সবাই মিল্লা আমার শইল্যে শেখ বেডার রক্ত দুহাইসত, এহন আমার খালি নামাজ পড়তাম মনে চায়। সত্যি কইরা ক দেহি- দিসস না শেখ বেডার রক্ত ? "ঐদিন হাসপাতালে আমি যেমন লজ্জা পাব, নাকি অপমানিত হব বুঝতে পারছিলাম না- ঠিক তেমনি সেদিন উনার এই কথা শুনে হাসব নাকি কাদব বুঝতে পারছিলাম না। অবশেষে ঐদিনের মত দ্রুত প্রস্থান করাই শ্রেয় মনে হল আমার কাছে। আসলে বুড়ো মানুষেরা যে আবার শিশুতে পরিণত হয়- এটা ছিল একটা নমুনা মাত্র। একটা দুঃখের খবর- এতক্ষণ আপনাদেরকে যে অপুলের কথা বলছিলাম, সদা হাসিমুখ সেই অপুল আর আমাদের মাঝে নেই। ২০১১ সালে খুব অল্প বয়সে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে আমাদের সবার প্রিয়মুখ অপুল এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে। (ইন্নালিল্লাহ.....রাজিউন) সবাই আমার এই প্রিয় ছোট ভাইটার জন্য দু'আ করবেন।

নজরুল ইসলাম
সম্মানিত সদস্য
বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ, ভৈরব।